ইউনিট ৭
ভাষার প্রয়োগরীতি

পাঠ ৭.১ : প্রমিত বাংলা বানানরীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি–

- প্রমিত বাংলা বানান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাবে বাংলা বানানরীতিতে সংস্কৃত শব্দ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু, অতৎসম শব্দ অর্থাৎ, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, অর্ধ-তৎসম প্রভৃতি উৎস হতে প্রচুর শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে। ফলে অতৎসম শব্দের বানানে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বানান সংস্কারের জন্য ১৯৩৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দেন। ফলে রাজশেখর বসুকে সভাপতি করে "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি" গঠিত হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ সমিতির একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগ ও ১৯৭১-এ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে বাংলা বানান নিয়ে নানা সুপারিশ ও নানা প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ১৯৮৮ সালে বাংলা বানানের নিয়ম প্রণয়ন করে। এরপর ১৯৯২ সালের এপ্রিলে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম নির্ধারণের যে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিলো তা ১৯৯৪ সালে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত বানানরীতি ও (জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড) প্রবর্তিত বানানরীতির সমন্বয়ে বাংলা একাডেমি প্রমিত বানানরীতি সময়ের দাবি অনুযায়ী যথার্থ। ২০০০ সালে এ নিয়মের কিছু সূত্র সংশোধিত হয়। ২০১২ সালে পুনরায় পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

১

তৎসম শব্দ

১.১

এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

১.২

যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন:

কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ধমনি, ধরণি, নাড়ি, পঞ্জি, পদবি, পল্লি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, যুবতি, রচনাবলি, লহরি, শ্রেণি, সরণি, সূচিপত্র, ঊর্ণা, উষা।

১.৩

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন:

অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম, কার্ত্তিক, কার্য্য, বার্দ্ধক্য, মূর্চ্ছা, সূর্য্য ইত্যাদির পরিবর্তে যথাক্রমে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম, কার্তিক, কার্য, বার্ধক্য, মূর্ছা, সূর্য ইত্যাদি হবে।

১.৪

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন:

অহম্ + কার = অহংকার

এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন:

অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল, গঙ্গা, বঙ্কিম, বঙ্গ, লঙ্ঘন, শঙ্কা, শৃঙ্খলা, সঙ্গে, সঙ্গী।

১.৫

সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন:

গুণী→ গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী → মন্ত্রিপরিষদ।

তবে এগুলির সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন:

গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রীপরিষদ।

ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও-তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন:

কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, প্রতিযোগী→ প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিত্ব, সহযোগী→ সহযোগিতা।

১.৬

বিসর্গ (ঃ)

শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন:

ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত।

এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন:

দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

২

অতৎসম শব্দ

২.১

ই, ঈ, উ, ঊ

সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন:

আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, ওকালতি, কাহিনি, কুমির, কেরামতি, খুশি, খেয়ালি, গাড়ি, গোয়ালিনি, চাচি, জমিদারি, জাপানি, জার্মানি, টুপি, তরকারি, দাড়ি, দাদি, দাবি, দিঘি, দিদি, নানি, নিচু, পশমি, পাখি, পাগলামি, পাগলি, পিসি, ফরাসি, ফরিয়াদি, ফারসি, ফিরিঙ্গি, বর্ণালি, বাঁশি, বাঙালি, বাড়ি, বিবি, বুড়ি, বেআইনি, বেশি, বোমাবাজি,

ভারি (অত্যন্ত অর্থে), মামি, মালি, মাসি, মাস্টারি, রানি, রুপালি, রেশমি, শাড়ি, সরকারি, সিন্ধি, সোনালি, হাতি, হিজরি, হিন্দি, হেঁয়ালি।

চুন, পুজো, পুব, মুলা, মুলো।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন: ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বল? কী করছ? কী করে যাবে? কী খেলে? কী জানি? কী দুরাশা! তোমার কী! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিল! কী পড়ো? কী যে করি! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।

কীভাবে, কীরকম, কীরূপে প্রভৃতি শব্দেও ঈ-কার হবে।

যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে, সেইসব বাক্যে ব্যবহৃত 'কি' হ্রস্ব ই-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন:

তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

২.২

এ, অ্যা

বাংলা এ বর্ণ বা ে-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন:

কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি, গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন।

তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলির ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন:

ব্যাঙ, ল্যাঠা।

এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

বিদেশি শব্দে ক্ষেত্র-অনুযায়ী অ্যা বা ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন:

অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড (and), অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাংক, ভ্যাট, ম্যানেজার, হ্যাট।

২.৩

ও

বাংলা অ-ধ্বনির উচ্চারণ বহু ক্ষেত্রে ও-র মতো হয়। শব্দশেষের এসব অ-ধ্বনি ও-কার দিয়ে লেখা যেতে পারে। যেমন:

কালো, খাটো, ছোটো, ভালো;

এগারো, বারো, তেরো, পনেরো, ষোলো, সতেরো, আঠারো;

করানো, খাওয়ানো, চড়ানো, চরানো, চালানো, দেখানো, নামানো, পাঠানো, বসানো, শেখানো, শোনানো, হাসানো;

কুড়ানো, নিকানো, বাঁকানো, বাঁধানো, ঘোরালো, জোরালো, ধারালো, প্যাঁচানো;

করো, চড়ো, জেনো, ধরো, পড়ো, বলো, বসো, শেখো;

করাতো, কেনো, দেবো, হতো, হবো, হলো;

কোনো, মতো।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন: কোরো, বোলো, বোসো।

২.৪

ং, ঙ

শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন:

গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন:

বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

২.৫

ক্ষ, খ

অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

২.৬

জ, য

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন:

কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি শব্দে বিকল্পে 'য' লেখা যেতে পারে। যেমন:

আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান, হযরত।

২.৭

মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন

অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন:

অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়, যেমন:

কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন।

কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগে কেবল ন হবে। যেমন:

গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা, ডান্ডা, লন্ঠন।

২.৮

শ, ষ, স

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন:

কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন;

আপস, জিনিস, মসলা, সন, সাদা, সাল (বৎসর), স্মার্ট, হিসাব;

স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্ট্রিট, স্টুডিয়ো, স্টেশন, স্টোর।

ইসলাম, তসলিম, মুসলমান, মুসলিম, সালাত, সালাম;

এশা, শাওয়াল (হিজরি মাস), শাবান (হিজরি মাস)।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s ধ্বনির জন্য স এবং –sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন:

পাসপোর্ট, বাস;

ক্যাশ;

টেলিভিশন;

মিশন, সেশন;

রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন:

তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

২.৯

বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়।

এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন:

স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন:

মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

২.১০

হস-চিহ্ন

হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন:

কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর, টক, টন, টাক, ডিশ, তছনছ, ফটফট, বললেন, শখ, হুক।

তবে যদি অর্থবিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন:

উহ্, বাহ্, যাহ্।

২.১১

ঊর্ধ্ব-কমা

ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন:

বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

৩

বিবিধ

৩.১

সমাসবদ্ধ শব্দগুলি যথাসম্ভব একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন:

অদৃষ্টপূর্ব, অনাস্বাদিতপূর্ব, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র, পূর্বপরিচিত, বিষাদমণ্ডিত, মঙ্গলবার, রবিবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট, সংবাদপত্র, সংযতবাক, সমস্যাপূর্ণ, স্বভাবগতভাবে।

বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ শব্দটিকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন:

কিছু-না-কিছু, জল-স্থল-আকাশ, বাপ-বেটা, বেটা-বেটি, মা-ছেলে, মা-মেয়ে।

৩.২

বিশেষণ পদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন:

ভালো দিন, লাল গোলাপ, সুগন্ধ ফুল, সুনীল আকাশ, সুন্দরী মেয়ে, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন।

৩.৩

না-বাচক না এবং নি-এর প্রথমটি (না) স্বতন্ত্র পদ হিসেবে এবং দ্বিতীয়টি (নি) সমাসবদ্ধ হিসেবে ব্যবহৃত হবে। যেমন:

করি না, কিন্তু করিনি।

এছাড়া শব্দের পূর্বে না-বাচক উপসর্গ 'না' উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন:

নাবালক, নারাজ, নাহক।

অর্থ পরিস্ফুট করার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুভূত হলে না-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন:

না-গোনা পাখি, না-বলা বাণী, না-শোনা কথা।

৩.৪

অধিকন্তু অর্থে ব্যবহৃত 'ও' প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্নরূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন:

আজও, আমারও, কালও, তোমারও।

৩.৫

নিশ্চয়ার্থক 'ই' শব্দের সঙ্গে কার-চিহ্নরূপে যুক্ত না হয়ে পূর্ণ রূপে শব্দের পরে যুক্ত হবে। যেমন:

আজই, এখনই।

৪

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান

বা সংস্থার নাম

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নাম এই নিয়মের আওতাভুক্ত নয়।

৫

ক্রিয়াপদের রূপ

৫.১

উঠ্ ধাতু

(আমি) উঠতাম, উঠেছিলাম, উঠছিলাম, উঠলাম, উঠেছি, উঠছি, উঠি, উঠব; ওঠাতাম, উঠিয়েছিলাম, ওঠাচ্ছিলাম, ওঠালাম, উঠিয়েছি, ওঠাচ্ছি, ওঠাই, ওঠাব

(তুমি) উঠতে, উঠেছিলে, উঠছিলে, উঠলে, উঠেছ, উঠছ, ওঠো, উঠবে, উঠো; ওঠাতে, উঠিয়েছিলে, ওঠাচ্ছিলে, ওঠালে, উঠিয়েছ, ওঠাচ্ছ, ওঠাও, ওঠাবে, উঠিয়ো

(তুই) উঠতি(স), উঠেছিলি, উঠছিলি, উঠলি, উঠেছিস, উঠছিস, উঠিস, উঠবি, ওঠ; ওঠাতি, উঠিয়েছিলি, ওঠাচ্ছিলি, ওঠালি, উঠিয়েছিস, ওঠাচ্ছিস, ওঠাস, ওঠাবি, ওঠা

(সে) উঠত, উঠেছিল, উঠছিল, উঠল, উঠেছে, উঠছে, ওঠে, উঠবে, উঠুক; ওঠাত, উঠিয়েছিল, ওঠাচ্ছিল, ওঠাল, উঠিয়েছে, ওঠাচ্ছে, ওঠায়, ওঠাবে, ওঠাক

(আপনি/তিনি) উঠতেন, উঠেছিলেন, উঠছিলেন, উঠলেন, উঠেছেন, উঠছেন, ওঠেন, উঠবেন, উঠুন; ওঠাতেন, উঠিয়েছিলেন, ওঠাচ্ছিলেন, ওঠালেন, উঠিয়েছেন, ওঠাচ্ছেন, ওঠাবেন, ওঠান

উঠে, উঠিয়ে

৫.২

কর্ ধাতু

(আমি) করতাম, করেছিলাম, করছিলাম, করলাম, করেছি, করছি, করি, করব; করাতাম, করিয়েছিলাম, করাচ্ছিলাম, করালাম, করিয়েছি, করাচ্ছি, করাই, করাব

(তুমি) করতে, করেছিলে, করছিলে, করলে, করেছ, করছ, করো, করবে, কোরো; করাতে, করিয়েছিলে, করাচ্ছিলে, করালে, করিয়েছ, করাচ্ছ, করাও, করাবে, কোরিয়ো

(তুই) করতি(স), করেছিলি, করছিলি, করলি, করেছিস, করছিস, করিস, করবি, কর; করাতি, করিয়েছিলি, করাচ্ছিলি, করালি, করিয়েছিস, করাচ্ছিস, করাস, করাবি, করা

(সে) করত, করেছিল, করছিল, করল, করেছে, করছে, করে, করবে, করুক; করাতো, করিয়েছিল, করাচ্ছিল, করালো, করিয়েছে, করাচ্ছে, করায়, করাবে, করাক

(আপনি) করতেন, করেছিলেন, করছিলেন, করলেন, করেছেন, করছেন, করেন, করবেন, করুন; করাতেন, করিয়েছিলেন, করাচ্ছিলেন, করালেন, করিয়েছেন, করাচ্ছেন, করাবেন, করান

করে [ক'রে], করিয়ে

৫.৩

কাট্ ধাতু

(আমি) কাটতাম, কেটেছিলাম, কাটছিলাম, কাটলাম, কেটেছি, কাটছি, কাটি, কাটব; কাটাতাম, কাটিয়েছিলাম, কাটাচ্ছিলাম, কাটালাম, কাটিয়েছি, কাটাচ্ছি, কাটাই, কাটাব

(তুমি) কাটাতে, কেটেছিলে, কাটছিলে, কাটলে, কেটেছ, কাটছ, কাটো, কাটবে, কেটো; কাটাতে, কাটিয়েছিলে, কাটাচ্ছিলে, কাটালে, কাটিয়েছ, কাটাচ্ছ, কাটাও, কাটাবে, কাটিয়ো

(তুই) কাটতি(স), কেটেছিলি, কাটছিলি, কাটলি, কেটেছিস, কাটছিস, কাটিস, কাট, কাটবি; কাটাতি, কাটিয়েছিলি, কাটাচ্ছিলি, কাটালি, কাটিয়েছিস, কাটাচ্ছিস, কাটাস, কাটা, কাটাবি

(সে) কাটত, কেটেছিল, কাটছিল, কাটল, কেটেছে, কাটছে, কাটে, কাটুক, কাটবে; কাটাত, কাটিয়েছিল, কাটাচ্ছিল, কাটাল, কাটিয়েছে, কাটাচ্ছে, কাটায়, কাটাক, কাটাবে

(আপনি) কাটতেন, কেটেছিলেন, কাটছিলেন, কাটলেন, কেটেছেন, কাটছেন, কাটেন, কাটুন, কাটবেন; কাটাতেন, কাটিয়েছিলেন, কাটাচ্ছিলেন, কাটালেন, কাটিয়েছেন, কাটাচ্ছেন, কাটান, কাটাবেন, কেটে, কাটিয়ে

৫.৪

খা ধাতু

(আমি) খেতাম, খেয়েছিলাম, খাচ্ছিলাম, খেলাম, খেয়েছি, খাচ্ছি, খাই, খাব; খাওয়াতাম, খাইয়েছিলাম, খাওয়াচ্ছিলাম, খাওয়ালাম, খাইয়েছি, খাওয়াচ্ছি, খাওয়াই, খাওয়াব

(তুমি) খেতে, খেয়েছিল, খাচ্ছিলে, খেলে, খেয়েছ, খাচ্ছ, খাও, খেয়ো, খাবে; খাওয়াতে, খাইয়েছিলে, খাওয়াচ্ছিলে, খাওয়ালে, খাইয়েছ, খাওয়াচ্ছ, খাওয়াও, খাইয়ো, খাওয়াবে

(তুই) খেতি(স), খেয়েছিলি, খাচ্ছিলি, খেলি, খেয়েছিস, খাচ্ছিস, খাস, খাবি, খা; খাওয়াতি, খাইয়েছিলি, খাওয়াচ্ছিলি, খাওয়ালি, খাইয়েছিস, খাওয়াচ্ছিস, খাওয়াস, খাওয়াবি, খাওয়া

(সে) খেতো, খেয়েছিল, খাচ্ছিল, খেলো, খেয়েছে, খাচ্ছে, খায়, খাবে, খাক; খাওয়াত, খাইয়েছিল, খাওয়াচ্ছিল, খাওয়াল, খাইয়েছে, খাওয়াচ্ছে, খাওয়ায়, খাওয়াবে, খাওয়াক

(আপনি/তিনি) খেতেন, খেয়েছিলেন, খাচ্ছিলেন, খেলেন, খেয়েছেন, খাচ্ছেন, খান, খাবেন; খাওয়াতেন, খাইয়েছিলেন, খাওয়াচ্ছিলেন, খাওয়ালেন, খাইয়েছেন, খাওয়াচ্ছেন, খাওয়ান, খাওয়াবেন খেয়ে, খাইয়ে

৫.৫

দি ধাতু

(আমি) দিতাম, দিয়েছিলাম, দিচ্ছিলাম, দিলাম, দিয়েছি, দিচ্ছি, দিই, দেবো; দেওয়াতাম, দিইয়েছিলাম, দেওয়াচ্ছিলাম, দেওয়ালাম, দিইয়েছি, দেওয়াচ্ছি, দেওয়াই, দেওয়াব

(তুমি) দিতে, দিয়েছিলে, দিচ্ছিলে, দিলে, দিয়েছ, দিচ্ছ, দাও, দিয়ো, দেবে; দেওয়াতে, দিইয়েছিলে, দেওয়াচ্ছিলে, দেওয়ালে, দিইয়েছ, দেওয়াচ্ছে, দেওয়াও, দিইয়ো, দেওয়াবে

(তুই) দিতি(স), দিয়েছিলি, দিচ্ছিলি, দিলি, দিয়েছিস, দিচ্ছিস, দিস, দিবি, দে; দেওয়াতি, দিইয়েছিলি, দেওয়াচ্ছিলি, দেওয়ালি, দিইয়েছিস, দেওয়াচ্ছিস, দেওয়াস, দেওয়াবি, দেওয়া

(সে) দিত, দিয়েছিল, দিচ্ছিল, দিলো, দিয়েছে, দিচ্ছে, দেয়, দেবে, দিক; দেওয়াত, দিইয়েছিল, দেওয়াচ্ছিল, দেওয়ালো, দিইয়েছে, দেওয়াচ্ছে, দেওয়ায়, দেওয়াবে, দেওয়াক

(আপনি/তিনি) দিতেন, দিয়েছিলেন, দিচ্ছিলেন, দিলেন, দিয়েছেন, দিচ্ছেন, দেন, দেবেন, দিন; দেওয়াতেন, দিইয়েছিলেন, দেওয়াচ্ছিলেন, দেওয়ালেন, দিইয়েছেন, দেওয়াচ্ছেন, দেওয়াবেন, দেওয়ান, দিয়ে

৫.৬

দৌড়া ধাতু

(আমি) দৌড়াতাম, দৌড়েছিলাম, দৌড়াচ্ছিলাম, দৌড়ালাম, দৌড়েছি, দৌড়াচ্ছি, দৌড়াই, দৌড়াব

(তুমি) দৌড়াতে, দৌড়েছিলে, দৌড়াচ্ছিলে, দৌড়ালে, দৌড়েছ, দৌড়াচ্ছ, দৌড়াও, দৌড়াবে

(তুই) দৌড়াতি(স), দৌড়েছিলি, দৌড়াচ্ছিলি, দৌড়ালি, দৌড়েছিস, দৌড়াচ্ছিস, দৌড়াস, দৌড়াবি, দৌড়া

(সে) দৌড়াত, দৌড়েছিল, দৌড়াচ্ছিল, দৌড়াল, দৌড়েছে, দৌড়াচ্ছে, দৌড়ায়, দৌড়াবে, দৌড়াক

(আপনি/তিনি) দৌড়াতেন, দৌড়েছিলেন, দৌড়াচ্ছিলেন, দৌড়ালেন, দৌড়েছেন, দৌড়াচ্ছেন, দৌড়ান, দৌড়াবেন

দৌড়ে

৫.৭

যা ধাতু

(আমি) যেতাম, গিয়েছিলাম, যাচ্ছিলাম, গেলাম, গিয়েছি, যাচ্ছি, যাই, যাব; যাওয়াতাম, যাইতেছিলাম, যাওয়াচ্ছিলাম, যাওয়ালাম, যাইয়েছি, যাওয়াচ্ছি, যাওয়াই, যাওয়াব

(তুমি) যেতে, গিয়েছিলে, যাচ্ছিলে, গেলে, গিয়েছ, যাচ্ছ, যাও, যেয়ো, যাবে; যাওয়াতে, যাওয়াচ্ছিলে, যাওয়ালে, যাওয়াচ্ছ, যাওয়াও, যাইয়ো, যাওয়াবে

(তুই) যেতি(স), গিয়েছিলি, যাচ্ছিলি, গেলি, গিয়েছিস, যাচ্ছিস, যাস, যাবি, যা; যাওয়াতি, যাইয়েছিলি, যাওয়াচ্ছিলি, যাওয়ালি, যাইয়েছিস, যাওয়াচ্ছিস, যাওয়াস, যাওয়াবি, যাওয়া

(সে) যেত, যাচ্ছিল, গেল, গিয়েছে, যাচ্ছে, যায়, যাবে, যাক; যাওয়াত, যাওয়াচ্ছিল, যাওয়াল, যাইয়েছে, যাওয়াচ্ছে, যাওয়ায়, যাওয়াবে, যাওয়াক

(আপনি/তিনি) যেতেন, গিয়েছিলেন, যাচ্ছিলেন, গেলেন, গিয়েছেন, যাচ্ছেন, যান, যাবেন; যাওয়াতেন, যাইয়েছিলেন, যাওয়াচ্ছিলেন, যাওয়ালেন, যাইয়েছেন, যাওয়াচ্ছেন, যাওয়ান, যাওয়াবেন

গিয়ে

৫.৮

শিখ্ ধাতু

(আমি) শিখতাম, শিখেছিলাম, শিখছিলাম, শিখলাম, শিখেছি, শিখছি, শিখি, শিখব; শেখাতাম, শিখিয়েছিলাম, শেখাচ্ছিলাম, শেখালাম, শিখিয়েছি, শেখাচ্ছি, শেখাই, শেখাব

(তুমি) শিখতে, শিখেছিলে, শিখছিলে, শিখলে, শিখেছ, শিখছ, শেখো, শিখো, শিখবে; শেখাতে, শিখিয়েছিলে, শেখাচ্ছিলে, শেখালে, শিখিয়েছ, শেখাচ্ছ, শেখাও, শিখিয়ো, শেখাবে

(তুই) শিখতি(স), শিখেছিলি, শিখছিলি, শিখলি, শিখেছিস, শিখছিস, শিখিস, শিখবি, শেখ; শেখাতি, শিখিয়েছিলি, শেখাচ্ছিলি, শেখালি, শিখিয়েছিস, শেখাচ্ছিস, শেখাস, শেখাবি, শেখা

(সে) শিখত, শিখেছিল, শিখছিল, শিখল, শিখেছে, শিখছে, শেখে, শিখবে, শিখুক; শেখাত, শিখিয়েছিল, শেখাচ্ছিল, শেখাল, শিখিয়েছে, শেখাচ্ছে, শেখায়, শেখাবে, শেখাক

(আপনি/তিনি) শিখতেন, শিখেছিলেন, শিখছিলেন, শিখলেন, শিখেছেন, শিখছেন, শেখেন, শিখবেন; শেখাতেন, শিখিয়েছিলেন, শেখাচ্ছিলেন, শেখালেন, শিখিয়েছেন, শেখাচ্ছেন, শেখান, শেখাবেন

শিখে, শিখিয়ে

৫.৯

শু ধাতু

(আমি) শুতাম, শুয়েছিলাম, শুচ্ছিলাম, শুলাম, শুয়েছি, শুচ্ছি, শুই, শোব; শোয়াতাম, শুইয়েছিলাম, শোয়াচ্ছিলাম, শোয়ালাম, শুইয়েছি, শোয়াচ্ছি, শোয়াই, শোয়াব

(তুমি) শুতে, শুয়েছিলে, শুচ্ছিলে, শুলে, শুয়েছ, শুচ্ছ, শোও, শুয়ো, শোবে; শোয়াতে, শুইয়েছিলে, শোয়াচ্ছিলে, শোয়ালে, শুইয়েছ, শোয়াচ্ছ, শোয়াও, শুইয়ো, শোয়াবে

(তুই) শুতি(স), শুয়েছিলি, শুচ্ছিলি, শুলি, শুয়েছিস, শুচ্ছিস, শুস, শুবি, শো; শোয়াতি, শুইয়েছিলি, শোয়াচ্ছিলি, শোয়ালি, শুইয়েছিস, শোয়াচ্ছিস, শোয়াস, শোয়াবি, শোয়া

(সে) শুতো, শুয়েছিল, শুচ্ছিল, শুলো, শুয়েছে, শুচ্ছে, শোয়, শোবে, শুক; শোয়াত, শুইয়েছিল, শোয়াচ্ছিল, শোয়াল, শুইয়েছে, শোয়াচ্ছে, শোয়ায়, শোয়াবে, শোয়াক

(আপনি/তিনি) শুতেন, শুয়েছিলেন, শুচ্ছিলেন, শুলেন, শুয়েছেন, শুচ্ছেন, শোন, শোবেন; শোয়াতেন, শুইয়েছিলেন, শোয়াচ্ছিলেন, শোয়ালেন, শুইয়েছেন, শোয়াচ্ছেন, শোয়ান, শোয়াবেন

শুয়ে, শুইয়ে

৫.১০

হ ধাতু

(আমি) হতাম, হয়েছিলাম, হচ্ছিলাম, হলাম, হয়েছি, হচ্ছি, হই, হব; হওয়াতাম, হইয়েছিলাম, হওয়াচ্ছিলাম, হওয়ালাম, হইয়েছি, হওয়াচ্ছি, হওয়াই, হওয়াব

(তুমি) হতে, হয়েছিলে, হচ্ছিলে, হলে, হয়েছ, হচ্ছ, হও, হোয়ো, হবে; হওয়াতে, হইয়েছিলে, হওয়াচ্ছিলে, হওয়ালে, হইয়েছ, হওয়াচ্ছ, হওয়াও, হওয়ায়ো, হওয়াবে

(তুই) হতি(স), হয়েছিলি, হচ্ছিলি, হলি, হয়েছিস, হচ্ছিস, হোস, হবি, হ; হওয়াতি, হইয়েছিলি, হওয়াচ্ছিলি, হওয়ালি, হইয়েছিস, হওয়াচ্ছিস, হওয়াস, হওয়াবি, হওয়া

(সে) হতো, হয়েছিল, হচ্ছিল, হলো, হয়েছে, হচ্ছে, হয়, হবে, হোক; হওয়াত, হইয়েছিল, হওয়াচ্ছিল, হওয়াল, হইয়েছে, হওয়াচ্ছে, হওয়ায়, হওয়াবে, হওয়াক

(আপনি/তিনি) হতেন, হয়েছিলেন, হচ্ছিলেন, হলেন, হয়েছেন, হচ্ছেন, হন, হোন, হবেন; হওয়াতেন, হইয়েছিলেন, হওয়াচ্ছিলেন, হওয়ালেন, হইয়েছেন, হওয়াচ্ছেন, হওয়ান, হওয়াবেন

হয়ে

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বাংলা বানানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখুন।

২. বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম লিখুন।

পাঠ-৭.২ : বাংলা ভাষার প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- কী কী কারণে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ হয় তা বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ করতে পারবেন।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। অথচ লেখার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আমরা প্রায়ই নানা ধরনের অশুদ্ধি ঘটিয়ে ফেলছি। যেমন বানান ভুল করি, তেমনি বাক্য নির্মাণেও অপপ্রয়োগ ঘটাই।

ভাষার শুদ্ধ প্রযোগ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের জন্যে প্রয়োজন ব্যাকরণ-জ্ঞান, শব্দ ও বাক্যের অপপ্রয়োগ সম্পর্কে বিশেষ ধারণা এবং সেগুলো নিরসনে সতর্কতা ও সচেতন প্রয়াস। মুদ্রণ ও লেখায় ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ত্রুটির ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে–

ক. বানানের অশুদ্ধি;

খ. বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ;

গ. বাক্যে পদবিন্যাসের ত্রুটি;

ঘ. সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি।

ক. বানানোর অশুদ্ধি : শব্দের উচ্চারণ অসতর্ককতার কারণে বানানে ভুল হয়। উচ্চারণ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব থাকলে প্রায়ই বানানে ভুল হয়। একই ধ্বনির জন্যে একাধিক হরফ' এবং 'সমধ্বনিযুক্ত ব্যঞ্জনের আধিক্য' বানান ভুলের জন্য মুল কারণগুলোর অন্যতম। বানানের সঠিক নিয়ম জানা না থাকলে বানান ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। ভাষার গতি-প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে বানানের যে পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য না জানা থাকলে বানানে ভুল হতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমি যথাক্রমে ১৯৩৭, ১৯৮৮, ১৯৯২ ও ২০১২ সালে বাংলা বানানের যে নিয়ম নির্ধারণ ও সুপারিশ করেছে; বানান সঠিকভাবে লেখার জন্য সেসব নির্ধারিত নিয়ম ও সুপারিশ সম্পর্কে অবগত থাকা দরকার। এ ছাড়াও শুদ্ধ বানানের জন্য ব্যাকরণ-জ্ঞান অপরিহার্য। সন্ধি, সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে শব্দ ও পদের গঠনরীতি জানা না থাকায় যেসব বানানে ভুল হয় সেসব পরিহার করা যায়। ণত্ব বিধান, ষত্ব বিধান সরাসরি বানানের সঙ্গে যুক্ত বলে ব্যাকরণ-জ্ঞান দ্বারা ণত্ব বিধান বা ষত্ব বিধান ঘটিত বানানের ভুলগুলো সহজেই এড়ানো সম্ভব হয়। এসব ছাড়াও সমোচ্চারিত শব্দের অর্থ ও বানান পার্থক্য সম্বন্ধে সতর্ক থেকে বানানোর ভুল এড়ানো যায়।

খ. বাক্যে পদের অপপ্রয়োগ : একটি শব্দের অর্থ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে বাক্যে শব্দের অপপ্রয়োগ ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। ক্রিয়া, বিশেষ্য, বিশেষণ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে, বাক্যে পদবিন্যাসগত ত্রুটি ঘটে। বিশেষ করে বিশেষ্য-বিশেষণ যথাযথরূপে চিহ্নিত করে সেগুলোকে বাক্যে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা উচিত। উৎকর্ষ, সারল্য প্রভৃতি বিশেষণ-বিশেষ্য সম্পর্কে প্রয়োগকারীর ধারণার অভাবেই বাক্যে অপপ্রয়োগ হয়ে থাকে। লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি ব্যাকরণ-সিদ্ধ জ্ঞানের আলোকেই বাক্যে প্রয়োগ করা উচিত।

গ. বাক্যে পদবিন্যাসের ত্রুটি : শুদ্ধ বাক্যের জন্য অবশ্যই বাক্যে অভ্যন্তরীণ সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস থাকা দরকার। ইচ্ছেমতো এলোমেলো পদসংস্থান চলে না। পদশৃঙ্খলার জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন রয়েছে। এসব নিয়ম-কানুন মেনে বাক্যে পদসংস্থান করা উচিত। তবে বাক্যশৈলীর প্রয়োজনে বাংলা বাক্যের নিয়ম মেনে সম্মুখন ও পদবিপর্যয় ঘটানো চলে। বাক্যে পদসংস্থান সম্পর্কে প্রায়োগিক ধারণা না থাকলে পদবিন্যাস ও অর্থের দিক থেকে বাক্য ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঘ. সাধু ও চলিতরীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি : সাধু ও চলিত ভাষার দুই রীতির যে কোনো একটিতে বেছে নিতে হয় বাক্য তৈরির সশয়। এ দুই রীতির সংমিশ্রণ দূষণীয় বলে গণ্য হয় সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণকে 'গুরুচণ্ডালী' দোষ বলা হয়। 'গুরুচণ্ডালী' দোষে ভাষা দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে (কথাসাহিত্য ও নাটকের সংলাপ অবশ্য ব্যতিক্রম)। এসব কারণেই ভাষার এ দুই রীতির মিশ্রণ যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

*** স্ত্রীবাচক '-ইনী/-ইণী' প্রত্যয়ান্ত শব্দের বানানে সতর্কতা :** কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলোর শেষে '-ঈ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে পুরুষবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন: বিরহ থেকে বিরহী, অপরাধ থেকে অপরাধী। এরূপ শব্দকে স্ত্রীবাচক শব্দে পরিণত করতে হলে মূল শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক '-ইনী' প্রত্যয় যোগ করতে হয়। যেমন- বিরহ থেকে বিরহিনী।

*** স্ত্রীবাচক- 'ঈ' ও 'আ'-প্রত্যয়ের বাহুল্যজনিত ভুল:** '-কর' প্রত্যয়যোগে বাংলায় কয়েকটি বিশেষণ পদ গঠিত হয়। যেমন: হিতকর, কার্যকর ইত্যাদি। এ জাতীয় শব্দের সঙ্গে স্ত্রীবাচক '–ঈ' প্রত্যয় ব্যবহার সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে সিদ্ধ। যেমন: হিতকারী, কার্যকরী ইত্যাদি। বাংলা '-ঈ' প্রত্যয়ের এ ধরনের প্রয়োগ অপ্রয়োজনীয় এবং স্ত্রীবাচক '-ঈ' প্রত্যয় ছাড়াই এসব শব্দ ব্যবহার করা সংগত।

*** বানানে 'ই'-কার ও 'ঈ'-কার সম্পর্কে সতর্কতা :**

সংস্কৃত-ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের মধ্যাংশে প্রত্যয়ের ই-কার : সংস্কৃত 'ইন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের (সহযোগিন্, প্রতিযোগিন্ ইত্যাদি) বাংলা পুরুষবাচক রূপ ঈ-কারান্ত হয়। যেমন: সহযোগী, প্রতিযোগী। কিন্তু 'ইন' প্রত্যয়ান্ত এসব শব্দে বিশেষ্যবাচক তা কিংবা, ত্ব প্রত্যয় যুক্ত হলে- ইন, এর ন্ লোপ পায় এবং মূলের ই-কার বজায় থাকে। ফলে শব্দের মধ্যাংশে 'ই'-কার আসে। যেমন: সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা।

-তা প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মধ্যাংশে ই-কার

মিতব্যয়ী – মিতব্যয়িতা	দেশদ্রোহী – দেশদ্রোহিতা
উপযোগী – উপযোগিতা	সত্যবাদী – সত্যবাদিতা
অপকারী – অপকারিতা	পরিণামদর্শী – পরিণামদর্শিতা
বিলাসী – বিলাসিতা	সহমর্মী – সহমর্মিতা

*** বানানে অনুস্বার সম্পর্কে সতর্কতা :** বাংলায় অনুস্বার [ং]-এর উচ্চারণ ও ভূমিকা প্রায় 'ঙ'-র মতো। তবে এটি কখনও স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত কিংবা স্বরাশ্রিত হয় না। শব্দের শুরুতেও এটি বসে না। শুধু অন্য বর্ণের সঙ্গে শব্দের মধ্যাংশে ও শেষে এর প্রয়োগ হয়।

*** সম্ভাষণসূচক শব্দের বানান সতর্কতা :** পুরুষবাচক সম্ভাষণসূচক শব্দে এ-কারের পর 'ষ' হয়। যেমন:

শ্রদ্ধাভাজনেষু	কল্যাণবরেষু	সুজনেষু	সুচরিতেষু
সুহৃদ্‌বরেষু	বন্ধুবরেষু	কল্যাণীয়েষু	প্রীতিভাজনেষু
প্রিয়বরেষু	কল্যাণীবরেষু	স্নেহাস্পদেষু	
শ্রীচরণেষু	শ্রদ্ধাস্পদেষু	প্রিয়তমেষু	

লক্ষণীয় : আ-কারের পর স্ত্রীবাচক সম্ভাষণে 'সু' হয়। যেমন: সচরিতাসু, পূজনীয়াসু, প্রিয়তমাসু, মাননীয়াসু, সুপ্রিয়াসু ইত্যাদি।

*** যুক্তব্যঞ্জনের বানান সতর্কতা**

ত্ব : ঘনত্ব, চত্বর, ত্বক, ত্বরণ, দায়িত্ব, দূরত্ব, নতুনত্ব, পিতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব, শিষ্যত্ব, সত্বর, স্বত্ব, স্থায়িত্ব, অস্তিত্ব, ঋত্বিক, কর্তৃত্ব, কৃতিত্ব।

জ্ঞ : লঙ্ঘন, উল্লঙ্ঘন, জঙ্ঘ।

চ্ছ : জলোচ্ছ্বাস, তরঙ্গোচ্ছ্বাস, ভাবোচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত।

ক্ব : ক্বচিৎ, নিক্বণ, পক্ব, পক্বাশয়

হ্ন : আহ্নিক, চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন, জাহ্নবী

ঙ্গ : গঙ্গা, তরঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, অঙ্গ, অঙ্গীকার, অন্তরঙ্গ, ইঙ্গিত, প্রসঙ্গ, প্রাঙ্গণ, ব্যঙ্গ, ভঙ্গ, শৃঙ্গ, ভঙ্গি, মঙ্গল, সুড়ঙ্গ।

চ্ছ : প্রচ্ছন্ন, বৃক্ষচ্ছায়া, মুখচ্ছবি, কথাচ্ছলে, তরুচ্ছায়া, স্বচ্ছন্দ।

ক্ষ : অক্ষি, পক্ষ, পক্ষী, রক্ষী, লক্ষণ, লক্ষণীয়, লক্ষ।

ন্ন : নিষ্পন্ন, প্রচ্ছন্ন

ক্ষ্ম : পক্ষ্ম, লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, সূক্ষ্ম

ঙ্ক : কঙ্কাল, কলঙ্ক, নিঃশঙ্ক, পঙ্ক, পঙ্কজ, শঙ্কিকল, পালঙ্ক, বঙ্কিম, অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কুর, আতঙ্ক, আশঙ্কা, শঙ্কা।

ক্ষ : মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আকাঙ্ক্ষা, শুভাকাঙ্ক্ষী।

ঙ্খ : অনুপুঙ্খ, উচ্ছৃঙ্খল, পুঙ্খানুপুঙ্খ, শঙ্খ, শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা

জ্জ্ব : ঔজ্জ্বল্য, প্রোজ্জ্বল, রৌদ্রোজ্জ্বল, অত্যুজ্জ্বল, উজ্জ্বল, সমুজ্জ্বল

জ্ব : জ্বালা, জ্বালাতন, জ্বলুনি, জ্বলজ্বল, জাজ্বল্যমান, প্রজ্বলন

ণ্ন : ক্ষুণ্ন, বিষণ্ন, ক্ষুণ্নিবৃত্তি

ণ্য : পণ্য, পুণ্য, প্রামাণ্য, গণ্য, ঘৃণ্য, তারুণ্য, নগণ্য, বরেণ্য, লাবণ্য।

ধ্ব : ধ্বংস, ধ্বজা, ধ্বনি, ধন্যাত্মক, বিধ্বস্ত, বিধ্বংস, সাধ্বী

ন্ব : অন্বয়, অন্বিত, তন্বী, মন্বন্তর, সমন্বয়।

ন্ন্য : সন্ন্যাস, সন্ন্যাসী।

ন্দ্ব : দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিদ্বন্দ্বী, সন্দ্বীপ

থ্য : অভ্যুত্থান, উত্থান, উত্থিত

থ্ব : পৃথ্বী

স্ক : তিরস্কার, তেজস্কর, পুরস্কার, বয়স্ক, ভাস্কর, মনস্ক, সংস্করণ, সংস্কার

স্ম : অকস্মাৎ, আকস্মিক, জাতিস্মর, বিস্ময়, বিস্মরণ, ভস্ম, ভস্মীভূত, স্মরণ, স্মরণিকা

ত্ম/ত্ম্য : দেশাত্মবোধ, দৌরাত্ম্য, মারাত্মক, অধ্যাত্ম, আত্ম, আত্মীকরণ, আত্মীয়, আধ্যাত্মিক, একাত্ম, হিংসাত্মক, মাহাত্ম্য।

ত্ত/ত্ত্য : উত্ত্যক্ত, উত্তাপ, উত্তীর্ণ, উত্তেজনা, উদাত্ত, একাত্তর, কৃত্তিবাস, পত্তন, উদ্বৃত্ত, উন্মত্ত, উত্তোলন, মৃত্তিকা, প্রদত্ত, আত্তীকরণ, তাত্তিক, প্রত্নতত্ত্ব, মহত্ত্ব, সত্ত্বেও

দ্ব : দ্বাদশ, দ্বার, দ্বিতীয়, অদ্বয়, অদ্বিতীয়, উপদ্বীপ, দ্বন্দ্ব, দ্বয়, দ্বীপ, দ্বেষ, দ্বৈত, বদ্বীপ, বিদ্বান, বিদ্বেষ, বিদ্বজ্জন, প্রতিদ্বন্দ্বী।

দ্ম : ছদ্ম, পদ্ম, পদ্মা

দ্ধ : ক্রুদ্ধ, তদ্ধিত, পদ্ধতি, উদ্ধার, উদ্ধৃত, ঋদ্ধ, বৃদ্ধ, যুদ্ধ, রুদ্ধ, শুদ্ধ, সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধি, সিদ্ধ

ণ্ম : ষাণ্মাসিক, হিরণ্ময়

স্য : আলস্য, বিশ্বাস্য, মৎস্য, শস্য, সদস্য, হিস্যা

শ্ম : অশ্ম, জীবাশ্ম, রশ্মি, শ্মশান, শ্মশ্রু

ষ্ম : উষ্ম, উষ্মা, গ্রীষ্ম, ভীষ্ম, শ্লেষ্মা, শৈষ্মিক

ষ্ক : আবিষ্কার, জ্যোতিষ্ক, দুষ্কর, নিষ্কণ্টক, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কর্মা, নিষ্কাসন, পরিষ্কার, পুষ্করিণী, বহিষ্কার, মস্তিষ্ক

ষ্ক্রি : নিষ্ক্রিয়

স্ক্রি : তেজস্ক্রিয়, সংস্ক্রিয়া

ষ্প : চতুষ্পদ, দুষ্প্রবৃত্তি, দুষ্প্রাপ্য, নিষ্পত্তি, নিষ্পন্ন, নিষ্পাপ, নিষ্প্রভ, পুষ্পিত, বাষ্প, বাষ্পীয়, ভ্রাতুষ্পুত্র

স্প : অস্পষ্ট, আস্পদ, নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, পরস্পর, বনস্পতি, বৃহস্পতি, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদ, হাস্যাস্পদ

ষ্ফ : নিষ্ফল, নিষ্ফলতা

স্ত : অভ্যস্ত, আশ্বস্ত, ত্রস্ত, প্রশস্ত, বিন্যস্ত, বিপর্যস্ত, বিশ্বস্ত, সন্ত্রস্ত

স্থ : অন্তঃস্থ, অভ্যন্তরস্থ, তটস্থ, দুস্থ, প্রস্থ, মধ্যস্থ, মুখস্থ

স্ম : সম্মত, সম্মান, সম্মুখ, সম্মেলন, সম্মুখীন

শ্ব : অশ্ব, আশ্বস্ত, আশ্বাস, ঈশ্বর, ঐশ্বর্য, নিশ্বাস, বিশ্ব, বিশ্বাস, শাশ্বত, শ্বশুর, শ্বাস, শ্বেত

স্ব : আস্বাদ, ওজস্বী, নিঃস্ব, বিস্বাদ, ভাস্বর, সরস্বতী, স্বরূপ, স্বর্ণ, স্বাক্ষর, স্বাগত, স্বাস্থ্য, স্বেদ

স্ফ : পরিস্ফুট, প্রস্ফুটিত, বিস্ফোরণ, স্ফটিক, স্ফীত, স্ফুটনাঙ্ক, স্ফুরণ, স্ফূর্তি, স্বতঃস্ফূর্ত

হ্রে : হ্রেষা

ন্ন : উন্মুখ, উন্মুল, উন্মেষ, উন্মোচন, চিন্ময়, তন্ময়, মৃন্ময়, উন্মত্ত, উন্মাদ, উন্মুক্ত

ষ্ট : অনিষ্ট, আড়ষ্ট, নিকৃষ্ট, বিশিষ্ট, রাষ্ট্র

ষ্ঠ : জ্যেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠ, ষষ্ঠ, ভূমিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ

শ্য : দৃশ্য, অবশ্য, উদ্দেশ্য, সাদৃশ্য

ষ্য : ভাষ্য, মনুষ্য, শিষ্য

হ্রা : হ্রাস, ক্রমহ্রাসমান

*** বানানে 'ই/ঈ' সংক্রান্ত সতর্কতা**

কি/কী : একাকী-একাকিত্ব, কীর্তি, বিকীর্ণ-বিকিরণ

গি/গী : উদগীর্ণ-উদগিরণ, উপযোগী-উপযোগিতা, প্রতিযোগী-প্রতিযোগিতা, সহযোগী-সহযোগিতা, সর্বাঙ্গীণ-সর্বাঙ্গিক

চি/চী : উদীচী, দধীচি, প্রতীচী, প্রাচি, প্রাচীন

জি/জী : পুঞ্জীভূত-পুঞ্জিত, জীবী-জীবিকা

ণি/ণী : বর্ণিত-নির্ণীত

তি/তী : অতীন্দ্রিয়, অতীব, অতীত, কৃতী-কৃতিত্ব, স্ত্রীত্ব, প্রীতি, প্রতীতি, প্রীমতী-মতি

থি/থী : পৃথিবী, ভাগীরথী, রথী-সারথি

ধি/ধী : দধীচি, ধী-উপাধি, সুধী (সম্বোধনেও সুধী)

নি/নী : কনীনিকা, নির্নিমেষ, নিরবধি, নীরবতা, নীরস, নিশি, মনীষী

দী : প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বন্দী-বন্দিত্ব

পি/পী : পিপীলিকা, প্রীতি

বি/বী : কৃষিজীবী, বার্তাজীবী, মসীজীবী, জীবিকা, বীতশ্রদ্ধ, বীভৎস, বিরস (কিন্তু-নীরস)

ভি/ভী : বিভীষণ, বিভীষিকা

মি/মী : উম্মীলন, নিমীলিত, মীমাংসা, সম্মিলন, সম্মিলিত, বাল্মীকি, সমীচীন, সমীপ, সমীহ

য়ি/য়ী : দায়ী-দায়িত্ব, স্থায়ী-স্থায়িত্ব

বি/বী : অপকারী-অপকারিতা, উপকারী-উপকারিতা, কিরীটী, গরীয়সী, নারীত্ব, নিরীক্ষণ, পরীক্ষা-পরীক্ষিত, মরিচা-মরীচিকা, শরীরী-শারীরিক

শি/শী : অনুশীলন, আশীর্বাদ, নিশীথ, মাংসাশী, শশী, শিশি, সাঁড়াশি, সুশীল, শ্রী, আশিস

ষি/ষী : মনীষী, মহিষী

সি/সী : উদাসীন, গরীয়সী, সন্ন্যাসী, সমাসীন, সসীম

হি/হী : গ্রহীতা, গৃহীত, হীন, তুহিন, মহী, মহিষী, হিমেল

লি/লী : অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, গৃহস্থালি, পাকস্থলী

*** বানানে 'উ/ঊ' সংক্রান্ত সতর্কতা**

উ/ঊ : উর্বর, উরু, ঊর্ধ্ব, ঊর্মি, ঊষর, উহ্য, ঊনবিংশ

কু/কূ : অনুকূল, আকুল, কুলবধূ, কূপ-কুয়ো, প্রতিকূল

চু/চূ : চূড়া-চুড়ো, চূষ্য, চূষণীয়

টু/টূ : কটু-কটূক্তি

তু/তূ : কৌতুক, কৌতূহল, স্তূপ

থু/থূ : ধূলি-ধুলো, খেলাধুলা, ধূম, ধুমধাম, ধূপ, ধূসর, বধূ, বঁধু

দু/দূ : তদূর্ধ্ব, ন্যূন, নূতন (কিন্তু নতুন), নূপুর, অনুকম্পা, অনুকূল

পু/পূ : পূর্ব-পুব, পূজা-পুজো, পূজারি, পূরণ, পুরাণ, পুরানো

ফু/ফূ : স্ফুরণ, স্ফূর্তি, ফুর্তি

ভু/ভূ : অদ্ভুত, উদ্ভূত, পরাভূত, ত্রিভুজ, ভুবন, ভুল, ভূষণ, ভূলোক, ভূত

মু/মূ : মুমূর্ষু, মুমুক্ষু, মূক, মুখ, মূর্ছা, মূর্খ, মূঢ়, মূলা-মুলো, সমূহ

শু/শূ : শূন্য, শূর, শুশ্রূষা, শুভ্র, শুঁড়, শূদ্র

রু/রূ : জাগরূক, তদ্রূপ, দুরূহ, মরূদ্যান-মরু, মহীরুহ, অরূপ, অরুণ

সু/সূ : মধুসূদন, সূক্ষ্ম, সুর (দেবতা, ধ্বনিসৌকর্য), সূর (বীর)

হু/হূ : মুহূর্ত, মুহুর্মুহু

*** 'র/ড়/ঢ়' সংক্রান্ত সতর্কতা**

র/ড়/ঢ় : নীর, নীড়, আড়ম্বর, ষড়যন্ত্র, ষড়ভুজ, আড়ষ্ট, আরূঢ়, রূঢ়, আষাঢ়, গূঢ়, দৃঢ়, প্রগাঢ়।

*** 'ত//' সংক্রান্ত সতর্কতা**

ত/ৎ : উপস্থিত, করিতকর্মা, কুৎসিত, কৈফিয়ত, অজিত, উচিত, উতরাই, তফাত, নিশ্চিত, পঞ্চায়েত, ফুরসত, মারফত, রঞ্জিত, অর্থাৎ, ঈষৎ, জগৎ, তাবৎ, বৃহৎ, মহৎ, শরৎ, অকস্মাৎ, বৈদাৎ, নস্যাৎ, পশ্চাৎ, সাক্ষাৎ, ক্বচিৎ, তড়িৎ, বিদ্যুৎ, ভবিষ্যৎ, তৎক্ষণাৎ, যকৃৎ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ, রণজিৎ, সত্যজিৎ।

লক্ষণীয় : প্রত্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে ৎ-এর জায়গায় 'ত' হয়। যেমন : শরতে, পাশ্চাত্য, মহত্ত্ব।

*** 'য'-ফলাজলিত সকর্তকা**

ধ্য/ধ্যা : অধ্যবসায়, অধ্যয়ন, অধ্যাদেশ, অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, অধ্যায়

ত্য/ত্যা : ত্যক্ত, প্রত্যন্ত, প্রত্যহ, অত্যাচার, অত্যাবশ্যক, ইত্যাদি, প্রত্যাখ্যান, প্রত্যাগত, প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাশা, অত্যধিক, অত্যন্ত, অত্যল্প, ইত্যবসর, গত্যন্তর, জাত্যভিমান, প্রত্যাহার, সত্যাসত্য

দ্য/দ্যা : আদ্যক্ষর, আদ্যন্ত, দ্ব্যর্থক, যদ্যপি, অদ্যাপি, অদ্যাবধি

ব্য/ব্যা : ব্যাপ্ত, ব্যায়াম, ব্যাসার্ধ, ব্যতীত, ব্যত্যয়, ব্যথা, ব্যথিত, ব্যপদেশ, ব্যবধান, ব্যবসা, ব্যবস্থা, ব্যবহার, ব্যভিচার, ব্যয়, ব্যক্ত, ব্যক্তি, ব্যগ্র, ব্যঞ্জন, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, ব্যর্থ, ব্যস্ত, ব্যাকরণ, ব্যাকুল, ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাত, ব্যাধি, ব্যাপার, ব্যাহত

ভ্য/ভ্যা : অভ্যাগত, অভ্যস্ত, অভ্যন্তরীণ, অভ্যাস

না/ন্যা : অন্যায়, ন্যায়, ন্যস্ত, বিন্যস্ত, ন্যায্য, বিন্যাস

*** যুক্তব্যঞ্জনের রূপ সম্পর্কে ধারণার অভাবে বানান অশুদ্ধি**

ক্ষ্ণ (ক্+ষ্+ণ) : তীক্ষ্ণ

হ্ন (হ্+ন) : চিহ্ন, সায়াহ্ন, মধ্যাহ্ন, বহ্নি

ঞ্জ (ঞ্+জ) : অঞ্জলি, প্রাঞ্জল, রঞ্জিত

ক্র (ত্+র্+উ) : শত্রু, ত্রুটি

ক্র (ক্+র) : শুক্র, ক্রুদ্ধ, বক্র, ক্রুর

জ্ঞ (জ্+ঞ) : বিজ্ঞ, বিজ্ঞান, অনুজ্ঞা, অজ্ঞান, জ্ঞান

ক্ষ (ক্+ষ) : বক্ষ, ক্ষুদ্র, ক্ষীণ, কক্ষ, লক্ষ

ক্ষ্ম (ক্+ষ্+ম্) : লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী

হ্ম (হ্+ম) : ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম

* সমাস-ঘটিত অশুদ্ধি সম্পর্কে সতর্কতা : সংস্কৃত ইন-প্রত্যয়ান্ত শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ হিসেবে বাংলায় ধনী, পাপী, গুণী ইত্যাদি শব্দ এসেছে। কিন্তু নিঃ (নির)-উপসর্গযোগে সমাসবদ্ধ হলে এগুলোর অন্তে ঈ-কার হওয়ার কথা নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে ধনী, পাপী ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে সমাস হয় না, সমাস হয় ধন, পাপ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে। যেমন: নেই ধন যার= নির্ধন, নেই পাপ যার = নিষ্পাপ। এ নিয়মে নির্ধনী, নিষ্পাপী ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ। এ রকম :

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নির্গুণী	নির্গুণ	নিরপরাধী	নিরপরাধ
নিরভিমানী	নিরভিমান	নীরোগী	নীরোগ
নিরহঙ্কারী	নিরহঙ্কার	নির্দোষী	নির্দোষ
নির্ধনী	নির্ধন	নির্জ্ঞানী	নির্জ্ঞান

সমাস-ঘটিত অন্যান্য অশুদ্ধি

সলজ্জ (সরজ্জা নয়)	অহর্নিশ (অহনিশি নয়)	
যুবরাজ (যুবরাজা নয়)	দিবারাত্র (দিবারাত্রি নয়)	সশঙ্ক (সশঙ্কা নয়)
অর্ধরাত (অর্ধরাত্রি নয়)	মাতৃজাতি (মাতাজাতি নয়)	অহোরাত্র (অহোরাত্রি নয়)
রাজগণ (রাজাগণ নয়)	গরিমমণ্ডিত (গরিমামণ্ডিত নয়)	সক্ষম (সক্ষমিত নয়)
অতলস্পর্শ (অতলস্পর্শী নয়)	মহিমমণ্ডিত (মহিমামণ্ডিত নয়)	পিতৃহারা (পিতাহারা নয়)
সুবুদ্ধি (সুবুদ্ধিমান নয়)	ভ্রাতৃবৃন্দ (ভ্রাতাবৃন্দ নয়)	

*** প্রত্যয়-ঘটিত বিভিন্ন অশুদ্ধি সম্পর্কে সতর্কতা :**

দূষণীয় (দোষণীয় নয়)	লক্ষণীয় (লক্ষ্যণীয় নয়)	ঐকতান (ঐক্যতান নয়)
মথিত (মন্থিত নয়)	গন্য (গণ্যনীয় নয়)	মান্য (মান্যনীয় নয়)
গণনীয় (গণ্যনীয় নয়)	মোহ্যমান (মুহ্যমান নয়)	ঐকমত্য (ঐক্যমত নয়)
মধুরিমা (মাধুরিমা নয়)	আর্থনীতিক (অর্থনৈতিক নয়)	বন্দ্য (বন্দ্যনীয় নয়)
গ্রাহ্য (গ্রাহানীয় নয়)	রমণীয় (রমাণীয় নয়)	চূষণীয় (চোষণীয় নয়)
রম্য (রম্যণীয় নয়)	পূজনীয় (পূজ্যনীয় নয়)	সামসময়িক (সমসাময়িক নয়)
নির্দোষিতা (নির্দোষতা নয়)	সর্জন (সৃজন নয়)	পরিত্যাজ্য (পরিত্যজ্য নয়)
সহনীয় (সহ্যনীয় নয়)	নির্গুণতা (নির্গুণিতা নয়)	শ্রোতব্য (শ্রুতব্য নয়)
সহনীয় (সহ্যনীয় নয়)		

লক্ষণীয় : অর্থনৈতিক, মুহ্যমান, রাজনৈতিক, সমসাময়িক, সৃজন ইত্যাদি শব্দ বাংলায় বহুল প্রচলিত ও গৃহীত।

শব্দ প্রয়োগের আরও কিছু জটিলতা

বাক্যে শব্দ প্রয়োগ করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই জটিলতায় পড়ি। শব্দটি কি এক সাথে হবে নাকি আলাদা হবে। 'নয়তো' হবে নাকি 'নয় তো হবে। 'গতকাল' হবে নাকি 'গত কাল' হবে এই নিয়ে ভাবনার শেষ থাকে না। এখানে এ ধরনের কিছু প্রচলিত শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ দেখানো হলো–

না হয়/নাহয়	:	না হয় না হবে। সে নাহয় থাকুক।
নয় তো/নয়তো	:	এখন নয় তো পরে যাবে। যাও, নয়তো কষ্ট পাবে।
না হলে/নাহলে	:	তার সঙ্গে দেখা না হলে চলে এসো। নাচ নাহলে গান শেখো।
কেন না/কেননা	:	তুমি কেন না বললে? যাব, কেননা আগে কখনো যাইনি।
ক্ষণ/কাল	:	যতক্ষণ ততক্ষণ, কিছুক্ষণ। নানামত, নানান ঝামেলা।
বহু	:	বহুকাল, বহুদিন, বহুভাষী। বহু ভাশা, বহু কষ্ট।
বহুল	:	বিলাসবহুল, জনবহুল। বহুল পরিচিত, বহুল প্রচলিত।
বিশেষ	:	অবস্থাবিশেষ, ফুলবিশেষ। বিশেষ গ্রন্থ, বিশেষ অবস্থা।
ভাবে	:	ভালোভাবে, খারাপভাবে। সে ভাবে আছে।
মাত্র	:	এইমাত্র, একটিমাত্র, বলামাত্র। মাত্র পাঁচ মিনিট।
সব/সারা	:	সব লোক, সব সময়। সারা অঙ্গ, সারা বাড়ি [ব্যতিক্রম; সবকিছু, সারাক্ষণ]
প্রতি	:	প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, প্রতিবছর। জনতার প্রতি, শিক্ষকের প্রতি।
প্রায়	:	প্রায় সকালে, প্রায় প্রতিদিন। বিস্মৃতপ্রায়, বিলুপ্তপ্রায়।
মূলক	:	ভ্রান্তিমূলক, বৃত্তিমূলক, বৈষম্যমূলক।
প্রধান	:	প্রধান ব্যক্তিত্ব, প্রধান শিক্ষক। শীতপ্রধান, কৃষিপ্রধান।
পরায়ণ	:	কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বপরায়ণ।
সম্মত	:	বাস্তবসম্মত, বিজ্ঞানসম্মত, বিধিসম্মত।
ব্যাপী	:	জীবনব্যাপী, বছরব্যাপী, পৃথিবীব্যাপী।
নি, না	:	যাইনি, খাইনি, করিনি, ধরি না, যাই না।

নেই/নয় : ভালো নেই, আলো নেই, মন্দ নয়, এটা নয়।

টি, টা, খানা, খানি, গুলি, গুলো, রা, এরা, গণ, বৃন্দ : এই শব্দগুলো কখনোই আলাদা বসবে না। যেমন– বইটি, ছেলেটি, বাড়িখানা, মেয়েগুলো, ছাত্ররা, শ্রমিকেরা, শিক্ষকগণ, ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

বোধ হয়/বোধ হয় : আমার বোধ হয় সে আসবে না। তুমি বোধহয় আজ কলেজে যাচ্ছো না।

তার পর/ তারপর : সেই ছোটবেলা থেকে পড়লেখা শুরু করেছি, তার পর থেকে এখন পর্যন্ত পড়ার মধ্যেই আছি। আমি বাসায় গিয়ে তারপর ফোন করবো।

বাক্যে পদবিন্যাসের ত্রুটি

বাক্যে শব্দের বিন্যাসের ওপর বাক্যের অর্থ নির্ভরশীল। অনেক সময় কোনো শব্দের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। সে জন্যে প্রয়োজনীয় শব্দ ঠিক যে জায়গায় বসা উচিত সেই জায়গায় বসাতে হয়। যেমন:

আয়েশা ঐ লোকটাকে শুধু দেখেছে। (অন্য কিছু করেনি)

আয়েশা শুধু ঐ লোকটাকে দেখেছে। (অন্য কাউকে দেখেনি)

শুধু আয়েশা ঐ লোকটাকে দেখেছে। (অন্য কেউ নয়)

১. বাক্যে বিশেষণ প্রয়োগে সংগতি : বিশেষণের অবস্থান হওয়া উচিত সম্পর্কিত শব্দের পাশে। তা না হলে অর্থ-বিভ্রান্তি ঘটতে পারে। যেমন: বিশেষণের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে নিচের বাক্যে দুটিতে অর্থের পরিবর্তন ঘটে গেছে:

আমার ছেলে প্রথম ছবি আঁকে স্কুলে।

আমার প্রথম ছেলে ছবি আঁকে স্কুলে।

বিশেষণের প্রয়োগ যথাস্থানে হওয়া উচিত। নিচের উদাহরণগুলোতে বাক্যের দুর্বলতার কারণ বিশেষণের অপপ্রয়োগ :

দুর্বল : সপ্তাহব্যাপী কলেজে বই মেলা শুরু হয়েছে।

উন্নত : কলেজে সপ্তাহব্যাপী বই মেলা শুরু হয়েছে।

লক্ষণীয় : গরম গরুর দুধ, টাটকা গরুর দুধ ইত্যাদি বাংলা বাক্যরীতির দিক থেকে ভুল নয়। কারণ, গরুর দুধ, অলুক সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাসবদ্ধ পদ। স্বভাবতই এর আগে গরম, টাটকা ইত্যাদি বিশেষণ বসতে পারে। কিন্তু পড়ার সময় গরম গরু, টাটকা গরু ইত্যাদি বিদঘুটে অর্থবোধক হতে পারে। তাই এসব ক্ষেত্রে গরুর গরম দুধ, গরুর টাটকা দুধ লেখাই শ্রেয়।

২. বাক্যে সর্বনাম প্রয়োগে সংগতি : বাক্যে সর্বনামের অবস্থান সম্পর্কে সতর্কতা বজায় রাখা দরকার, যেন কোনো ধরনের বিভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। কারণ কখনও কখনও সর্বনামের অবস্থান বদলের ফলে বাক্যের অর্থ বদলে যেতে পারে। যেমন:

সে গল্প ছিল গণপ্রথার বিরুদ্ধে। (সে- নির্দেশক সর্বনাম)
গল্পে সে ছিল গণপ্রথার বিরুদ্ধে। (সে- ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)
অশুদ্ধি : তিনি চান, তারা তার পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।
শুদ্ধ : তিনি চান, তারা তাদের পছন্দমতো পেশা বেছে নিক।

বাক্যে অনেক সময় সর্বনামের অপপ্রয়োগও হয়ে থাকে। যেমন:

অপপ্রয়োগে : দুষ্কৃতকারীরা তিনি ও তাঁকে দেখতে আসা ডাক্তারকে শাসিয়েছে।
উন্নত : দুষ্কৃতকারীরা তাঁকে এবং তাঁকে দেখতে আসা ডাক্তারকে শাসিয়েছে।

অনেক সময় বাক্যে অপ্রয়োজনে সর্বনামের ব্যবহার হতে পারে:

অপপ্রয়োগ : অধ্যক্ষকে টেলিফোনে যোগাযোগ করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

উন্নত : টেলিফোনে যোগাযোগ করেও অধ্যক্ষকে পাওয়া যায়নি।

৩. বাক্যে অব্যয় প্রয়োগে সংগতি : একই ধরনের অব্যয়ের পর পর পুনরুক্তি না থাকাই শ্রেয়। যেমন–

দুবল: সবাই একে একে চলে গেল, তাকেও সুতরাং চলে যেতে হলো।

উন্নত : সবাই একে একে চলে গেল, সুতরাং তাকেও চলে যেতে হলো।

বাক্যের উত্তরণে সংগতিপূর্ণ অব্যয়ের প্রয়োগ :

সংগতিহীন : ইভু ঢাকায় পড়তে চায় এবং বাবা-মা তাতে রাজি হচ্ছেন না।

সংগতিপূর্ণ : ইভু ঢাকায় পড়তে চায়; কিন্তু বাবা-মা তাতে রাজি হচ্ছেন না।

৪. ক্রিয়া পদ ও ক্রিয়ার কাল প্রয়োগে সংগতি : যথাযথ ক্রিয়াদের প্রয়োগ না হলে বাক্য সংগতিপূর্ণ হয় না। যেমন:

দুর্বল : তিনি শিক্ষার মানে উন্নয়নের জন্যে কিছু পরামর্শ রাখেন।

উন্নত : তিনি শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে কিছু পরামর্শ দেন।

বাক্যে ক্রিয়ার কালগত সংগতি রক্ষিত না হলে বাক্য শিথিল ও দুর্বল হয়ে পড়ে। যেমন:

দুর্বল : তিনি এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেছেন এবং সঠিক তদন্তের দাবি জানান।

উন্নত : তিনি এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করেন এবং সঠিক তদন্তের দাবি জানান।

ক্রিয়াপদের প্রয়োজনীয় অংশ উহ্য থাকলেও বাক্য অস্পষ্ট ও শিথিল হতে পারে। যেমন:

দুর্বল : এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

উন্নত : এ কাজটি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

উদ্দেশ্য পদের পুরুষের সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার সংগতি না থাকলে বাক্য শুদ্ধ হয় না। যেমন:

অশুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিল।

শুদ্ধ : তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

৫. বিভক্তি প্রয়োগে সংগতি : বিভক্তি প্রয়োগে অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি যেন না থাকে। যেমন:

দুর্বল : কর্তৃপক্ষ গোলযোগ সৃষ্টি করায় দশজন ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উন্নত : গোলযোগ সৃষ্টি করায় কর্তৃপক্ষ দশজন ছাত্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৬. বাক্যে বচন সংগতি : পূর্বগামী বিশেষ্যের বচন অনুসারে অনুগামী সর্বনামের বচনে সংগতি রক্ষা করতে হয়। অর্থাৎ পূর্বগামী বিশেষ্য একবচন বোঝালে অনুগামী সর্বনামও একবচন হবে। যেমন:

অশুদ্ধ : আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী আছে তার মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।

শুদ্ধ : আমাদের ক্লাসে যে নব্বই জন শিক্ষার্থী আছে তাদের মধ্যে পঞ্চাশ জনই ছাত্রী।

৭. সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণজনিত ত্রুটি : ভাষা প্রয়োগে কখনও চলিত রীতির রূপের সঙ্গে সাধু রীতির রূপ মেশানো উচিত নয়। হয় সাধু রীতির প্রয়োগ হবে, না হয় চলিত রীতির। ভাষা ব্যবহারে সাধু ও চলিত রীতির মিশেল দূষণীয় বলে এ ধরনের মিশ্রণ সযত্নে পরিহার করতে হয়। সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ দেখা গেলে যেকোনো একটি রীতিতে তা পরিবর্তন করে নিতে হয়।

মিশ্রিত : তাকে কলেজে যাইতে হইবে।

সাধু : তাহাকে কলেজে যাইতে হইবে।

চলিত : তাকে কলেজে যেতে হবে।

কিছু বহুল ব্যবহৃত বানানের শুদ্ধরূপ উল্লেখ করা হল:

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	অ
অপরাহ্ন	**অপরাহ্ণ**
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
অত্যান্ত	অত্যন্ত
অতিথী	অতিথি
অহরাত্রি	অহোরাত্র
অধ্যাবসায়	অধ্যবসায়
অকালপক্ক	অকালপক্ব
অক্ষুণ্ন	অক্ষুণ্ণ
অকালমুস্মান্ড	অকালমুণ্ডাণ্ড
অঙ্গিকার	অঙ্গীকার
অগ্নিমান্দ	অগ্নিমান্দ্য
অনুকুল	অনুকূল
অঙ্গাঙ্গী	অঙ্গাঙ্গি
অকুণ্ঠ	অকুণ্ঠ
অনিষ্ঠ	অনিষ্ট
অনাস্তা	অনাস্থা
অনিন্দ	অনিন্দ্য
অনির্বান	অনির্বাণ
অধিনস্ত	অধীনস্থ
অস্পষ্ঠ	অস্পষ্ট
অনুজ্জল	অনুজ্জ্বল
অনুসংগ	অনুষঙ্গ
অন্তভুক্ত	অন্তর্ভুক্ত
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
আইনজীবি	আইনজীবী
আদ্যান্ত	আদ্যন্ত
আত্বস্ত	আত্মস্থ
আশাঢ়	আষাঢ়
আশ্বীর্বাদ	আশীর্বাদ
আগমনি	আগমনী
আংগিনা	আঙিনা
আলচ্যমান	আলোচ্যমান
আমাবস্যা	অমাবস্যা
আবিস্কার	আবিষ্কার
আয়ত্ব	আয়ত্ত
আত্বসমর্পন	আত্মসমর্পণ
আগুন্তক	আগন্তুক
	আ
অনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক
আত্মৎসর্গ	আত্মোৎসর্গ
আড়ষ্ঠ	আড়ষ্ট
আপত্বি	আপত্তি
আরোহন	আরোহণ
আশংকা	আশঙ্কা
	ই, ঈ
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে
ইতিমধ্যে	ইতোমধ্যে
ইংরেজী	ইংরেজি
ইদৃশ	ঈদৃশ
ইয়ত্বা	ইয়ত্তা
ইহজগত	ইহজগৎ
ইষত	ঈষৎ
ঈর্ষাপরায়ন	ঈর্ষাপরায়ণ
	উ, ঋ
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উজ্জল	উজ্জ্বল
উচীত	উচিত
উত্তির্ন	উত্তীর্ণ
উচ্ছৃংখল	উচ্ছৃঙ্খল
উচ্চঃস্বর	উচ্চৈঃস্বর
উদ্বৃত্ত	উদ্বৃত
উম্মোচিত	উন্মোচিত
উপযোগীতা	উপযোগিতা
উপরুক্ত	উপর্যুক্ত
উম্মুলিত	উন্মুলিত
উম্মুক্ত	উন্মুক্ত
উর্ধ্বশ্বাস	ঊর্ধ্বশ্বাস
ঋনী	ঋণী
	এ, ঐ, ও,
একত্রিত	একত্র
এ্যালুমিনিয়াম	অ্যালুমিনিয়াম

এতদ্বতীত	এতদ্ব্যতীত
ঐক্যতান	ঐকতান
ঐতিয্য	ঐতিহ্য
ঐশর্য	ঐশ্বর্য
ওষ্ট	ওষ্ঠ/ওষ্ঠ্য
ঔজ্জল	ঔজ্জ্বল্য

ক, খ

কার্য্যালয়	কার্যালয়
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি
কৃতিবাস	কৃত্তিবাস
কৌতুহল	কৌতূহল
কলংকিত	কলঙ্কিত
ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্ত
কণ্ঠস্ত	কণ্ঠস্থ
কনিষ্ট	কনিষ্ঠ
কলংক	কলঙ্ক
কর্মজীবি	কর্মজীবী
কল্যান	কল্যাণ
কর্মনিষ্টা	কর্মনিষ্ঠা
কোষ্টকাটিন্য	কোষ্ঠকাঠিন্য
কাংখিত	কাঙ্ক্ষিত
কৃপন	কৃপণ
কৌতূক	কৌতুক
কিনাংক	কিণাঙ্ক
খুজাখুজি	খোঁজাখুঁজি
খুঁরাখুঁরি	খোঁড়াখুঁড়ি

গ, ঘ

গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
গ্রামীন	গ্রামীণ
গঞ্জনা	গঞ্জনা
গগণ	গগন
গরিষ্ট	গরিষ্ঠ
গহণা	গহনা
গৃহিণি	গৃহিণী
গর্ভধারনী	গর্ভধারিণী
গুনাগুন	গুণাগুণ
গোষ্টি	গোষ্ঠী
গৃহস্থলী	গৃহস্থালি
গার্হ্যস্থ	গার্হস্থ্য
ঘুরাঘুরি	ঘোরাঘুরি
ঘুর্নিঝড়	ঘূর্ণিঝড়
ঘুর্ণমান	ঘূর্ণমান
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ

চ, ছ

চতুস্পদি	চতুষ্পদী
চতুস্কোন	চতুষ্কোণ
চক্ষুস্মান	চক্ষুষ্মান
চুর্নবিচুর্ন	চূর্ণবিচূর্ণ
চাক্ষুস	চাক্ষুষ
ছাত্র-ছাত্রীগন	ছাত্র-ছাত্রীগণ
ছন্দপতন	ছন্দঃপতন
ছায়ামুর্তি	ছায়ামূর্তি

জ, ঝ

জগত	জগৎ
জ্যোৎস্না রাত	জ্যোৎস্না
জীবীকা	জীবিকা
জলোচ্ছাস	জলোচ্ছ্বাস
জাজল্যমান	জাজ্বল্যমান
জোতিষ্ক	জ্যোতিষ্ক
ঝরণা	ঝরনা

ট, ঠ, ড, ঢ

টর্ণেডো	টর্নেডো
ঠোট	ঠোঁট
ঠান্ডা	ঠাণ্ডা
ঠোংগা	ঠোঙা
ডাষ্টবিন	ডাস্টবিন
ডিংগি	ডিঙি
ঢেরস	ঢেঁড়স

ত

ততক্ষণাত	তৎক্ষণাৎ
তরান্বিত	ত্বরান্বিত
তত্তীয়	তৃতীয়
তিরষ্কার	তিরস্কার
তরুনী	তরুণী

ত্যগ	ত্যাগ
ত্বরন	ত্বরণ
তাজ্য	ত্যাজ্য
ত্রিভূজ	ত্রিভুজ
তোরণ	তোরণ

দ

দারিদ্রতা	দরিদ্রতা/দারিদ্র্য
দূরাবস্থা	দুরবস্থা
দৈন্যতা	দৈন্য/দীনতা
দুষিত	দূষিত
দুষণীয়	দূষণীয়
দণ্ডবিদি	দণ্ডবিধি
দারিদ্র	দারিদ্র্য
দায়ীত্ব	দায়িত্ব
দীর্ঘজীবি	দীর্ঘজীবী
দূরন্ত	দুরন্ত
দূর্ঘটনা	দুর্ঘটনা
দাম্পত্ব	দাম্পত্য
দাসত্ত	দাসত্ব
দুস্কৃতি	দুষ্কৃতি
দুরত্ব	দূরত্ব
দুরুহ	দুরূহ
দুর্বৃত্ত	দুর্বৃত্ত
দৌরাত্ম	দৌরাত্ম্য
দৌহিত্য	দৌহিত্র
দধিচি	দধীচি
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ
দুধর্ষ	দুর্ধর্ষ
দ্রবিভুত	দ্রবীভূত

ধ

ধরনী	ধরণি
ধুলিসাত	ধূলিসাৎ
ধৈর্যধারন	ধৈর্যধারণ
ধুমপান	ধূমপান
ধারনা	ধারণা
ধুলিধুসর	ধূলিধূসর

ন

নূন্যতম	ন্যূনতম
নুপুর	নূপুর
নিরব	নীরব
নিশিথিনি	নিশীথিনী
নবায়ণ	নবায়ন
নিষ্টুর	নিষ্ঠুর
ন্যয়পরায়ন	ন্যায়পরায়ণ
নিঃসরন	নিঃসরণ
নিগুঢ়	নিগূঢ়
নিপুন	নিপুণ
নিমন্ত্রন	নিমন্ত্রণ

প, ফ

প্রতিযোগীতা	প্রতিযোগিতা
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা
পিপিলিকা	পিপীলিকা
পোষ্টমাষ্টার	পোস্টমাস্টার
পরিস্কার	পরিষ্কার
পানিণি	পাণিনি
পরজীবি	পরজীবী
প্রনয়ন	প্রণয়ন
পুরষ্কার	পুরস্কার
প্রতিদ্বন্দ্বীনতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
প্রনয়ন	প্রণয়ন
প্রজণ্ম	প্রজন্ম
পিরীত	পিরিতি
প্রাণী জগত	প্রাণিজগৎ
পৈত্রিক	পৈতৃক
প্রাতঃরাশ	প্রাতরাশ
প্রনয়িণী	প্রণয়িনী
পূণ্য	পুণ্য
পরিত্যাক্তা	পরিত্যক্তা
পন্ডিতমন্য	পণ্ডিতম্মন্য
পরিনিতা	পরিণীতা
পূনঃপূন	পুনঃপুন
পালাপার্বন	পালাপার্বণ
পূননির্মান	পুনর্নির্মাণ

পঁচা	পচা
প্রাতস্নান	প্রাতঃস্নান
পাষান	পাষাণ
পূন্যকীর্তি	পুণ্যকীর্তি
প্রত্যুতপন্নমতি	প্রত্যুৎপন্নমতি
প্রত্যার্পন	প্রত্যর্পণ
পাপীষ্ঠ	পাপিষ্ঠ
পুরান	পুরাণ
প্রোজ্জল	প্রোজ্জ্বল
প্রতিদ্বন্দ্বি	প্রতিদ্বন্দ্বী
ফটোষ্ট্যাট	ফটোস্ট্যাট

ব

বিভিসিকা	বিভীষিকা
ব্রাহ্মন	ব্রাহ্মণ
ব্যতিত	ব্যতীত
বুদ্ধিজীবি	বুদ্ধিজীবী
বহিঃস্কার	বহিস্কার
বানিজ্য	বাণিজ্য
ব্যাকরন	ব্যাকরণ
ব্যায়	ব্যয়
বিদুষি	বিদুষী
ব্যার্থ	ব্যর্থ
বাল্মিকি	বাল্মীকি
বাংগালী	বাঙালি
বয়ঃজেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
বিদ্রুপ	বিদ্রূপ
বশিভুত	বশীভূত
বহিপ্রকাশ	বহিঃপ্রকাশ
বক্ষ্যমান	বক্ষ্যমাণ
ব্যপ্ত	ব্যাপ্ত
বহিশত্রু	বহিঃশত্রু
ব্যাথীত	ব্যথিত
ব্যাঞ্জনা	ব্যঞ্জনা
ব্যাবস্থাপক	ব্যবস্থাপক
বিনাপনি	বীণাপাণি
বৈয়াকরণিক	বৈয়াকরণ
ব্যরিষ্টার	ব্যারিস্টার

বাঞ্চিত	বাঞ্ছিত
বিষন্ন	বিষণ্ন
বিথিকা	বীথিকা
বৈশিষ্ঠ্য	বৈশিষ্ট্য
ব্যকুলতা	ব্যাকুলতা
ব্যয়াম	ব্যায়াম

ভ

ভূবণ	ভুবন
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ভশ্ম	ভস্ম
ভূবনভূলানো	ভুবনভুলানো
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ
ভণ্ডামী	ভণ্ডামি
ভবিষ্যৎদানী	ভবিষ্যদ্বাণী
ভাংগাগরা	ভাঙাগড়া
ভ্রুন	ভ্রূণ
ভৎসনা	ভর্ৎসনা
ভ্রূকূটি	ভ্রূকুটি
ভ্রাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র

ম

মুহূর্ত	মুহূর্ত
মূমর্ষু	মুমূর্ষু
মনমোহন	মনোমোহন
মনকষ্ট	মনঃকষ্ট
মনিষি	মনীষী
মরীচীকা	মরীচিকা
মুখস্ত	মুখস্থ
মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
মনোপুত	মনঃপূত
মন্ত্রীত্ব	মন্ত্রিত্ব
মিমাংশা	মীমাংসা
মনযোগ	মনোযোগ
মুখমুখী	মুখোমুখি
মাধুর্য্য	মাধুর্য
মৎসজীবি	মৎস্যজীবী
মনিজাল	মণিজাল
মনুষ্যত্য	মনুষ্যত্ব

মনক্ষুন্ন	মনঃক্ষুণ্ন
ম্যনেজার	ম্যানেজার
ম্যাজিষ্ট্যাট	ম্যাজিস্ট্রেট
ম্যগাজিন	ম্যাগাজিন
ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ

য, র

যক্ষা	যক্ষ্মা
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট
যশশ্বিনী	যশস্বিনী
রামায়ন	রামায়ণ
রনতুর্য	রণতূর্য
রমনি	রমণী
রাজলক্ষী	রাজলক্ষ্মী
রেজিষ্টার	রেজিস্ট্রার
রৌদ্রজ্জল	রৌদ্রোজ্জ্বল

ল

লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
লাঙ্গল	লাঙল
লক্ষ্যনীয়	লক্ষণীয়
লগিষ্ট	লঘিষ্ঠ
লাঞ্চিত	লাঞ্ছিত
লাঞ্চনা	লাঞ্ছনা

শ

শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
শান্তনা	সান্ত্বনা
শশ্রুষা	শুশ্রূষা
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ
শারীরীক	শারীরিক
শ্বাশুড়ি	শাশুড়ি
শষ্য	শস্য
শীকার	স্বীকার
শমিরণ	সমীরণ
শ্বাস-প্রসাদ	শ্বাস-প্রশ্বাস
শরনাথীনী	শরণার্থিনী
শুভাকাংখি	শুভাকাঙ্ক্ষী
শোনীতধারা	শোণিতধারা
শ্বশুড়বাড়ী	শ্বশুরবাড়ি
শ্রমজীবি	শ্রমজীবী
শ্রবন	শ্রবণ
শ্রাবন	শ্রাবণ
ষ্টেশন	স্টেশন

ষ

ষ্টেডিয়াম	স্টেডিয়াম
ষ্টেশন	স্টেশন
ষ্টিমার	স্টিমার
ষান্মাসিক	ষাণ্মাষিক

স, হ

সমীচিন	সমীচীন
সন্যাসী	সন্ন্যাসী
সন্ধিহান	সন্দিহান
স্বস্ত্রীক	সস্ত্রীক
সহযোগীতা	সহযোগিতা
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
স্বরস্বতী	সরস্বতী
স্বামীগৃহ	স্বামিগৃহ
সুপারিস	সুপারিশ
সাতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
স্বার্থকতা	সার্থকতা
সহকারি	সহকারী
সম্বাদ	সংবাদ
সম্বলিত	সংবলিত
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
সমিপবর্তিনী	সমীপবর্তিনী
স্নেহাশীষ	স্নেহাশিস
সম্বলিত	সংবলিত
স্বক্ষরতা	সাক্ষরতা
সধর্মচুত	স্বধর্মচ্যুত
সন্ধ্যাপ্রদ্বিপ	সন্ধ্যাপ্রদীপ
সংকীর্ন	সংকীর্ণ, সঙ্কীর্ণ
সন্তুষ্ঠ	সন্তুষ্ট
সর্বাংগীন	সর্বাঙ্গীণ
সহপাটি	সহপাঠী
সতিসাধবী	সতীসাধ্বী
সহযোগীতা	সহযোগিতা

স্বাক্ষী	সাক্ষী	স্বত্ত্বাধিকার	স্বত্বাধিকার
স্বায়ত্বশাসন	স্বায়ত্তশাসন	সার্থত্যাগ	স্বার্থত্যাগ
স্যাতস্যাতে	স্যাঁতসেঁতে	সংস্কৃতিক	সাংস্কৃতিক
সচ্ছন্দ্য	স্বচ্ছন্দ	হীনমন্যতা	হীনম্মন্যতা
সাচ্ছন্দ	স্বাচ্ছন্দ্য		

নিচের কিছু বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ উল্লেখ করা হলোঃ

বাক্য শুদ্ধিকরণ

অপ্রপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে হাহাকার বা অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
অপব্যয় একটি মারাত্মক ব্যাধি।	অপচয় একটি মারাত্মক অভ্যাস।
অতিলোভে তাতী নষ্ট।	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।
অতিশয় দুঃখিত হলাম।	খুব দুঃখ পেলাম।
অভাবগ্রস্থ ছাত্রটি তার দুরাবস্থার কথা সাশ্রুনয়নে বর্ণনা করল।	অভাবগ্রস্ত ছাত্রটি তার দুরবস্থার কথা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বর্ণনা করল।
অল্প দিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য হলেন।	অল্পদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
আইনানুসারে তিনি একাজ করতে পারেন না।	আইনত তিনি এ কাজ করতে পারেন না।
আপনার সঙ্গে আমার গোপন পরামর্শ আছে।	আপনার সঙ্গে আমার একটি গোপনীয় পরামর্শ আছে।
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিৎ।	আবশ্যক ব্যয়ে কৃপণতা (বা কার্পণ্য) অনুচিত।
আবশ্যকীয় কাগজপত্র নিয়ে আসবেন।	আবশ্যক কাগজপত্র নিয়ে আসবেন।
আমাদের উচিত নহে উন্নতির পথে কুঠারাঘাত করা।	উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা আমাদের উচিত নহে।
আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নেই।	আমার আর বাঁচার সাধ নেই।
আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যক নেই।	আমার এ পুস্তকের কোনো আবশ্যকতা নেই।
আমার এ কাজে মনোযোগীতা নেই।	আমার এ কাজে মনোযোগ নেই।
আজকালকার মেয়েগুলো যেমন মুখরা তেমন বিদ্যানও বটে।	আজকালকার মেয়েগুলো যেমন মুখরা তেমন বিদুষীও বটে।
আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ধন্যবাদ দিলাম।	আমি তোমাকে অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ধন্যবাদ জানালাম।
আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা রইলাম।	আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রইলাম।
আমি আপনার জ্ঞাতার্থে এই সংবাদ লিখলাম।	আমি আপনার অবগতির জন্যে (বা আপনাকে জ্ঞাপনার্থে) এই সংবাদ লিখলাম।
আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	আমি এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি। / আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।
আমি ও আমার মামা ঢাকা গিয়েছিলাম।	আমার মামা ও আমি ঢাকা গিয়েছিলাম।

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।
আমি সাক্ষী দিব না।	আমি সাক্ষ্য দেব না।
আমি গীতাঞ্জলী পড়েছি।	আমি গীতাঞ্জলি পড়েছি।
আমি তার আগমন সংবাদে সন্তোষ হয়েছি।	আমি তার আগমন সংবাদে সন্তুষ্ট হয়েছি।
আমি, তুমি ও তিনি আজ বাগানে যাবেন।	তিনি, তুমি ও আমি আজ বাগানে যাব।
উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্যে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন।
একের লাঠি দশের বোঝা।	দশের লাঠি একের বোঝা।
এমন অসহ্যনীয় ব্যাথ্যা আমি আর কখনো অনুভব করিনি।	এমন অসহ্য (বা অসহনীয়) ব্যথা আমি আর কখনও অনুভব করিনি।
এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার।	এটা লজ্জাকর ব্যাপার।
এর আবশ্যক নেই।	এর আবশ্যকতা নেই।
এক সদ্যজাত শিশুর সর্বাংগিন কুশলতা কামনা করে তিনি কাব্যিকতা করেছেন।	এক সদ্যোজাত শিশুর সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে তিনি কাব্য রচনা করেছেন।
একটা গোপন কথা বলি।	একটা গোপনীয় কথা বলি।
কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সুবুর করিতে চাহিলেন না।	কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করতে চাইলেন না।
কালীদাস বিখ্যাত কবি।	কালিদাস বিখ্যাত কবি।
কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন।	কীর্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন।
কুপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?	কাপুরুষের মতো কথা বলছো কেন?
গণিত শাস্ত্র সকলের নিকট নিরস নহে।	গণিত শাস্ত্র সকলের নিকট নীরস নহে।
ঘটনাটি শুনে গ্রামবাসী আশ্চর্য হয়ে গেল।	ঘটনাটি শুনে গ্রামবাসী আশ্চার্যান্বিত হয়ে গেল।
ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিল।	ছেলেটি বংশের মুখে চুনকালি দিল।
ছেলেটি ভয়ানক মেধাবী।	ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী।
তোমার দ্বারা সে অপমান হয়েছে।	তোমার দ্বারা সে অপমানিত হয়েছে।
তোমার তিরষ্কার বা পুরষ্কার কিছুই চাই না।	তোমার কাছ থেকে তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই চাই না।
তিনি স্বস্ত্রীক কুমিল্লা বাস করেন।	তিনি সস্ত্রীক কুমিল্লায় বাস করেন।
তা প্রমাণ হয়েছে।	তা প্রমাণিত হয়েছে।
তাকে স্বপরিবারে দাওয়াত করে।	তাকে সপরিবারে দাওয়াত করো।
তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার।	তার সহোদর ডাক্তার। / তার বৈমাত্রেয় ডাক্তার।
তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্য দেখতে পাই।
তার দুর্দমনীয় অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।	তার অধ্যবসায় সত্যিই প্রশংসনীয়।
তার চেষ্টা নিস্ফল হলো।	তার চেষ্টা নিষ্ফল হলো।

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যথিত হয়েছি।	তার উদ্ধত (বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ) আচরণে ব্যথিত হয়েছি।
তার সাঙ্ঘাতিক আনন্দ হলো।	তার অপরিসীম আনন্দ হলো।
তোমার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়।	তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
তাহারা বাড়ি যাচ্ছে।	তারা বাড়ি যাচ্ছে।
তাহাকে এখান থেকে যাইতে হবে।	তাকে এখান থেকে যেতে হবে।
তুমি কি বার্ষীক ক্রীরা প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করবে না?	তুমি কি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে না?
তুমি, করিম ও আমি আজ পড়তে যাব।	করিম, তুমি ও আমি আজ পড়তে যাব।
তুমিই টাকাটা আত্মসাৎ করেছ।	তুমিই টাকা আত্মসাৎ করেছ।
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।	দীনতা প্রশংসনীয় নয়।
দিবারাত্রি পরিশ্রমে তার শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছে।	দিনরাত পরিশ্রমের ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে।
নূতন নূতন ছেলেগুলো স্কুলে বড় উৎপাত করছে।	নতুন ছেলেগুলো স্কুলে এসে বড় উৎপাত করছে।
নিপরাধী, নিস্পাপীকে শাস্তি দেবে কেন?	নিরপরাধ, নিস্পাপকে শাস্তি দেবে কেন?
পূর্বদিকে সূর্য উদয় হয়।	পূর্বদিকে সূর্য উদিত হয়।
পরপকার মানুষত্বের পরিচায়ক।	পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক।
পরবর্তীতে আপনি আসবেন।	আপনি পরে আসবেন।
পড়াশোনায় তোমার মনোযোগীতা দেখতেছি না।	পড়াশোনায় তোমার মনোযোগ দেখছি না।
পরিষ্কার পোশাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারকের নাম বলতে পারায় পুরষ্কার পাইল ও নমষ্কার করিয়া চলিয়া গেল।	পরিষ্কার পোশাক পরিহিত ছেলেটি উড়োজাহাজের আবিষ্কারকের নাম বলিতে পারায় পুরষ্কার পাইল ও নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।
ব্যাকুলিত চিত্তে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম।	ব্যাকুল চিত্তে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম।
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
বাংলাদেশ উন্নতশীল দেশে।	বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ।
বিদ্যাণকে সকলে শ্রদ্ধা করে।	বিদ্বানকে সকলে শ্রদ্ধা করে।
বিপদ হতে সতর্কিত থাকিও।	বিপদ হতে সতর্ক থাকিও।
বিপদগ্রস্থ হয়ে তিনি আজ এসেছিলেন।	বিপদগ্রস্ত হয়ে তিনি আজ এসেছেন।
বিগত পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্যে সে চেষ্টা করতেছে।	বিগত পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল।
মেয়েটি সুকেশিনী এবং সুহাসি।	মেয়েটি সুকেশা (বা সুকেশী) এবং সুহাসিনী।
মেয়েটি স্বয়স্বর।	মেয়েটি স্বয়ংবরা।
মেয়েটি বিদ্যান কিন্তু ঝগড়াটে।	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে।
মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।
মাদকাশক্তি ভালো নয়।	মাদকাসক্তি ভালো নয়।
মুমূর্ষ ব্যক্তিটির প্রতি সকলেরই সহানুভূতি ছিল।	মুমুর্ষু লোকটির জন্যে সকলেরই সহানুভুতি ছিল।

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
যেই সব ছাত্রেরা পরীক্ষা দেয় নাই, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।	যেসব ছাত্র পরীক্ষা দেয়নি, তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।
যশ লাভ করবার জন্যে তার আকাঙ্খা খুব বেশি।	যশোলাভের জন্যে তার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি।
যাবতীয় লোকসমূহ সভায় উপস্থিত ছিল।	যাবতীয় লোক সভায় উপস্থিত ছিল।
যাবতীয় প্রাণীকুল এই গ্রহের বাসিন্দা।	সকল প্রাণী এই গ্রহের বাসিন্দা।
রবীঠাকুরের গীতাঞ্জলী বিখ্যাত কাব্য।	রবি ঠাকুরের গীতাঞ্জলি বিখ্যাত কাব্য।
রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।	রচনাটির উৎকর্ষ (বা উৎকৃষ্টতা) অনস্বীকার্য।
শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।	শুধু গায়ের জোরে কাজ হয় না।
শওকত ওসমানের কৃতদাসের হাসি একটি আদমজি পুরস্কারে সম্মানিত উপন্যাস।	শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' আদমজি পুরস্কারে সম্মানিত একটি উপন্যাস।
অসুস্থ্যের জন্যে আমি কাল আসতে পারিনি।	অসুস্থতার জন্যে আমি কাল আসতে পারিনি।
শশীভূষণ কি আসেনি?	শশিভুষণ কি আসেনি?
শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধশালী হতে পারে।	শিল্পায়নের সাহায্যে দেশ সমৃদ্ধ (সমৃদ্ধিশালী) হতে পারে।
সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্বরণ করতে পারল না।	সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
সে অপমান হইয়াছে।	সে অপমানিত হইয়াছে।
সে সংকট অবস্থায় পড়েছে।	সে সংকটজনক অবস্থায় পড়েছে।
সে সমস্ত কথা বিস্তারিত বলল।	সে সব কথা বিস্তারিত বলল।
সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।	সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে।
সব মাছগুলোর দাম কত?	সব মাছের দাম কত?
সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করবে।	সর্ববিষয়ে বাহুল্য (বা বহুলতা) বর্জন করবে।
সমস্ত ছাত্রগণই পড়াশোনায় অমনোযোগী।	সকল ছাত্রই পড়াশোনায় অমনোযোগী।
সূর্য উদয় হয়েছে।	সূর্য উদিত হয়েছে।
সকল ছাত্রগণ ক্লাসে উপস্থিতি ছিল।	সকল ছাত্র ক্লাসে উপস্থিত ছিল।
সশঙ্কিত চিত্তে সে বলতে লাগল।	সশঙ্ক (শঙ্কিত) চিত্তে সে বলতে লাগল।
সবধান পূর্বক চলবে।	সাবধানে চলবে।
সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র ঘোড়াগুলো বায়ূবেগে ধাবমান হইল।	সারথি কশাঘাত করিবা মাত্র, অশ্বগুলো বায়ুবেগে ধাবমান হইল।
হস্তীটি অপরিসীম স্থল।	হস্তীটি অত্যন্ত স্থুলকায়।
হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত।	হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত।
হে ত্রিনয়নী, আমাকে রক্ষা করো।	হে ত্রিনয়না, আমাকে রক্ষা করো।
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।	অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।
তাহার সৌজন্যেতায় মুগ্ধ হয়েছি।	তার সৌজন্যে মুগ্ধ হয়েছি।

অপপ্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ
সকল সভ্যগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন।	সভ্যগণ/সকল সভ্য এখানে উপস্থিত ছিলেন।
এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না।	এক মাঘে শীত যায় না।
তারা একত্রে গমন করলো।	তারা গমন করল।
পরবর্তীতে আপনি এলে ভালো হবে।	পরবর্তী সময়ে আপনি এলে ভালো হবে।
আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত।	আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
দারিদ্রতাকে জয় করতে হলে, পরিশ্রম কর।	দরিদ্রতাকে/দারিদ্র্যকে জয় করতে হলে পরিশ্রম করো।
শুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে।	শুধু তুমি গেলেই হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. কী কী কারণে বাংলা ভাষায় অপপ্রয়োগ ঘটে– আলোচনা করুন।

২. নিচের শব্দগুলো শুদ্ধ করে লিখুন–

অপরাহ্ন, নিপুন, আরোহন, উচ্ছাস, কৌতুহল, কৃপন, গোষ্টী, ব্রাহ্মন, সাতন্ত্র, স্বাক্ষী।

৩. নিচের বাক্যগুলোর শুদ্ধ প্রয়োগ দেখান:

অন্যায়ের ফল দুর্নিবার্য।

আমি সন্তোষ হলাম।

একটা গোপন কথা বলি।

তা প্রমাণ হয়েছে।

দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়।

রোগের বৃদ্ধি হয়েছে।

সে অপমান হয়েছে।

সূর্য উদয় হয়েছে।

আপনি স্বপরিবার আমন্ত্রিত।

শুধুমাত্র তুমি গেলই হবে।

পাঠ ৭.৩ : যতিচিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি–

- বাংলা ভাষায় যথাযথভাবে বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবেন।
- যতি বা বিরাম চিহ্ন কী তা লিখতে পারবেন।
- বাক্যে যতি চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- যতি চিহ্নের ব্যবহার ও বিরতিকাল নির্দেশ করতে পারবেন।

ভূমিকা

মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলে। এই যে কথা, আমরা মুখে বলে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি তা কিন্তু লিখেও অন্যকে জানান যায়। দূরের আত্মীয় বা বন্ধুকে আমরা লিখে আমাদের মনের ভাব সম্পূর্ণ জানাতে পারি। আবার যে ভাবনা সরাসরি কাউকে জানাচ্ছি না অনাগত মানুষ ও কালের জন্যও লিখে যেতে পারি। লিখিত ভাষায়– আমরা চিহ্ন ব্যবহার করি। এ চিহ্নগুলো দুটো কারণে ব্যবহৃত হয় – (এক) বাক্যের অর্থকে সঠিকভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য, (দুই)– বাক্যটি উচ্চারণ করে পড়লে বাক যন্ত্রকে বিরাম দানের জন্য।

আমরা একনাগাড়ে কথা বলে যেতে পারি না। মাঝে মাঝে আমাদের নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে হয়। তাছাড়া স্বরসঙ্গতিহীন অবস্থায় একের পর শব্দ উচ্চারণ করে গেলে তার অর্থ বোঝা যায় না। এসব কারণে– কথা অন্যের কাছে বোধগম্য ও আমাদের বাগযন্ত্রকে বিরাম দানের জন্য মাঝে মাঝে কথা বলার মধ্যে বিরতি দেই। এই বিরতিগুলোই কথা লেখার সময় অর্থাৎ ভাষাকে যখন আমরা লিখিত রূপ দেই, তখন নানা রকম চিহ্ন দিয়ে বিরতির ইঙ্গিত দেই। কথা বলার সময় শ্বাস গ্রহণের জন্য আমরা থামি, তাকে বলে শ্বাস পর্ব বা breath pause, এবং অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্যও আমরা বিরতি দেই – একে বলে সার্থপর্ব বা Sense Pause।

বিরাম চিহ্ন কথার অর্থ যে চিহ্নের সাহায্যে কথা বলার সময় জিহ্বার কাজের বিরাম বা বিরতি নির্দেশিত হয়। মনোভাব প্রকাশের সময় অর্থ ভালোভাবে বোঝার জন্য উচ্চারিত বাক্যের বিভিন্ন স্থানে বিরতি দিতে হয়। লেখার সময়ও বাক্যের মধ্যে বিরতি বুঝিয়ে তা দেখানোর জন্য কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকেই বিরতি চিহ্ন, যতি চিহ্ন, ছেদ চিহ্ন, বিরাম চিহ্ন বা ভাষা চিহ্ন বলে।

হাজার বছরের ঐতিহ্যে ভরপুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কিন্তু বাংলা ভাষায় সুষ্ঠুভাবে বিরাম চিহ্ন ব্যবহার শুরু হয়েছে দেড়শ দুইশ বছর আগে। মহামতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) বাংলা গদ্যে বিরাম চিহ্ন ব্যবহারের প্রথম নৈপুর্ণ দেখান। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলেছেন। যতি চিহ্নের প্রয়োগ যথাযথ না হলে বাক্য অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য হতে পারে। এমনকী কখনো কখনো প্রত্যাশিত অর্থ প্রকাশ না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করতে পারে।

নিচে বিভিন্ন প্রকার যতি চিহ্নের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতি কাল নির্দেশ করা হলো:

যতি চিহ্নের নাম	আকৃতি	বিরতি কাল
কমা	,	১(এক) বলতে যে সময় লাগে
সেমিকোলন	;	১ বলার দ্বিগুণ সময়

দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ)	।	এক সেকেন্ড
জিজ্ঞাসা চিহ্ন	?	এক সেকেন্ড
বিস্ময় চিহ্ন	!	এক সেকেন্ড
কোলন চিহ্ন	:	এক সেকেন্ড
কোলন ড্যাস	:-	এক সেকেন্ড
ড্যাস	-	এক সেকেন্ড
হাইফেন	-	থামার প্রয়োজন নেই
ইলেক বা লোপ চিহ্ন	’	থামার প্রয়োজন নেই
উদ্ধরণ চিহ্ন	“ ”	‘এক’ উচ্চারণে যে সময় লাগে
ব্র্যাকেট	()	থামার প্রয়োজন নেই
	{ }	থামার প্রয়োজন নেই
	[ ]	থামার প্রয়োজন নেই

যতি বা ছেদচিহ্নের ব্যবহার :

১. কমা {পাদচ্ছেদ (,)}সাধারণত একটি দীর্ঘ বাক্যের ভেতরে দম নেয়া ও অর্থের স্পষ্টতা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বাক্যের মধ্যে স্বল্পতম সময়ের বিরতি নির্দেশ করে কমা। নিচে কমার প্রয়োগ ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো:

ক. বাক্যে সমজাতীয় একাধিক পদ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যথা: সালাম, বরকত, রফিক- নাম না জানা আরো অনেকে শহিদ হয়েছেন ভাষা আন্দোলনে।

খ. পরস্পর সম্বন্ধসূচক একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন: সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।

গ. সমজাতীয় একাধিক বাক্য বা বাক্যাংশ থাকলে কমা ব্যবহৃত হয়। যথা– বসতে দিলে শুতে চায়, শুতে দিলে ঘুমাতে চায়।

ঘ. বাক্যের প্রারম্ভে সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন: শুভ, এদিকে এসো।

ঙ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পরে কমা বসবে। যেমন: গতকাল যে লোকটি এসেছিল, সে আমার পরিচিত।

চ. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসাতে হয়। যেমন: সাহেব বললেন, “এখানে একবার এসো।”

ছ. মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসবে। যেমন: ১৮ পৌষ, বুধবার, ১৩১০ সাল।

জ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসবে। যেমন: ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১০৮০।

ঝ. নামের পরে ডিগ্রিসূচক পরিচয় সংযোজিত হলে সেগুলোর প্রত্যেকটির পরে কমা বসবে। যেমন: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম. এ, পি এইচ ডি।

ঞ. দুই বা ততোধিক অসমাপিকা ক্রিয়াপদ পরপর ব্যবহৃত হলে কমা বসানো হয়। যেমন: খেতে খেতে, যেতে যেতে, দেখতে দেখতে কক্সবাজার পৌঁছলাম।

ট. সংযোজক এবং বিয়োজক অব্যয়ের আগে কমা বসে। যেমন: আমি তাকে পছন্দ করি। কিন্তু তা সে বুঝতে চায় না।

ঠ. বড় রাশিতে হাজার, লক্ষ, কোটি লেখতে কমা বসে। যেমন: ১, ৬, ১২, ৭৩, ৪৫৮।

ড. বাক্যের সূচনায় সুতরাং, বিশেষত, মুখ্যত ইত্যাদি পদের পরে কমা বসে। যথা: সুতরাং, তোমার কোনো কথা আমরা শুনবো না।

২. সেমিকোলন (;)

ক. কমা অপেক্ষা বেশি কিন্তু দাঁড়ির চেয়ে কম সময়ের বিরতির প্রয়োজন হলে সেমিকোলন বসে। শব্দ বা পদের পরে সেমিকেলন বসে না। সাধারণত বাক্যাংশের পরে বসে। যেমন: সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; এ মায়ার বাঁধন কি সত্যিই টুটে।

খ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একবাক্যে লিখতে মাঝখানে সেমিকোলন হয়। যেমন: চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে; পৃথিবী সূর্যের চারদিকে।

গ. দুটি বা তিনটি বাক্য সংযোজক অব্যয়ের সাহায্যে যুক্ত না হলে সেমিকোলন হয়। যেমন: আগে পড়া; তারপর খাওয়া; অতঃপর স্কুল।

ঘ. পরস্পর নির্ভরশীল বাক্য সংযোজক অব্যয় দিয়ে যুক্ত হলেও কখনো কখনো প্রথম বাক্যের শেষেও সংযোজক অব্যয়ের আগে সেমিকোলন বসে। যথা– দুঃখ তো মানুষের জন্যই আসে; কিন্তু তা জয় করার জন্য চাই মনোবল।

ঙ. যেসব বাক্যে ভাব সাদৃশ্য আছে তাদের মধ্যে সেমিকোলন বসে। যেমন: শরীরটা ভালো নয়; মাঝে মাঝে হাঁচি ও কাশি আসছে।

চ. বাক্যের কোনো বক্তব্যকে পরবর্তী অংশে বিষদভাবে বর্ণনাকরার সময় দুই অংশের মাঝে সেমিকোলন বসে। যেমন- আমরা স্বাধীন জাতি; আমাদের উন্নতি কীসে হবে, কিভাবে হবে তা ভেবে দেখতে হবে।

ছ. শ্রেণিভুক্ত করার সময় এর জাতীয় বিষয়কে অন্য শ্রেণি থেকে পৃথক করতে সেমিকোলনের ব্যবহার হয়। যেমন: শীতকালে ফুলকপি, গাজর, বাধাকপি; কমলা ও আঙুর পাওয়া যায়।

৩. দাঁড়ি বা পূর্ণছেদ (।)

বাংলাভাষায় দাঁড়ি একটি বহুল ব্যবহৃত যতিচিহ্ন। বাক্যের মধ্যে বক্তব্য সমাপ্ত হলে অথবা অর্থ সম্পূর্ণ হলে দাড়ি বা পূর্নচ্ছেদ বসে। এর প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে–

ক. অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন: কাল একবার এসো।

খ. নির্দেশাত্মক বাক্যের শেষে দাঁড়ি বসে। যেমন: সব সময় সত্য কথা বলবে।

গ. পরোক্ষ প্রশ্নের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্নের বদলে দাড়ি ব্যবহার হয়। যেমন: সীমা জানতে চাইল রীমা কবে আসবে।

৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসা হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র–

ক. বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন: তুমি এখন এলে? সে কি যাবে?

খ. সন্দেহ বোঝাতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়। যেমন: সে কি কাল আসবে?

গ. ব্যাঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকাশে কখনো কখনো বাক্যের মধ্যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়। যেমন: আপনার মতো উপকারী বন্ধু (?) না থাকাই ভালো।

ঘ. প্রশ্নবাচক পদের পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন করতে পারে। যেমন: কোথায় যাবেন?

৫. বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!)

ক. হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এবং সম্বোধন পদের পরে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন: আহা! কি চমৎকার দৃশ্য। জননী! আজ্ঞা দেহ মোরে যাই রণস্থলে।

খ. আবেদন, ভীতি, হতাশা, আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে (!) চিহ্নটি বসে। যেমন: দয়া করে আমার কথা শুনুন!

গ. সবিস্ময় প্রশ্নের জায়গায় প্রশ্ন চিহ্নের পরিবর্তে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন: তোমার হৃদয় কি পাষাণে গড়া! একটি বারও পলাশের কথা ভাবলে না!

ঘ. সংক্ষিপ্ত উত্তরের শেষে কখনো কখনো পূর্ণচ্ছেদ না বসে বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসে। যেমন: আমাকে একটু আদর করবে!

৬. কোলন (:)

বিষয়ান্তের অবতারণা প্রসঙ্গের পরিণতি অথবা দৃষ্টান্ত দেখানের জন্য কোলন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তবে সতর্ক থাকা দরকার, কোলন কখনোই যেন দেখতে বিসর্গ (ঃ) এর মত না হয়। কোলনের মাঝখানে কোনো ফাঁক থাকবে না। এর ব্যবহার হলো–

ক. একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে আর একটি বাক্যের অবতারণা করতে গেলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন: সভায় সাব্যস্ত হলো: এক মাস পরে নতুন সভাপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

খ. কোনো বিবৃতিকে সম্পূর্ণ করতে দৃষ্টান্ত দিতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন: পদ পাঁচ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া।

গ. নাটকের চরিত্রের পরে ও সংলাপের আগে কোলন বসে। যেমন: সিরাজ : আমার দুর্ভাগ্য যে আপনাকে আমার অপমান করতে হয়েছে।

ঘ. আবেদন পত্রে ভুক্তি, উপভুক্তির পরে কোলন বসে। যেমন: নাম : পিতার নাম: ঠিকানা : শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর : তারিখ: ।

ঙ. সময়কে সংখ্যায় নির্দেশ করতে : ১২:৩০, ২:১৫ ।

৭. ড্যাশ চিহ্ন (–)

ড্যাস শব্দের বাংলা অর্থ বাক্য সঙ্গতি চিহ্ন। বাক্যের মধ্যে গতির জন্য ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো–

ক. যৌগিক বা মিশ্র বাক্যে পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার কোনো বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না- বাড়বে।

খ. উদাহরণ প্রয়োগ করতে হলে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: বচন দুই প্রকার- একবচন, বহুবচন।

গ. কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাশ হয়। যেমন: বার্ধক্য তাহাই- যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আকড়িয়া পড়িয়া থাকে।

ঘ. বাক্য অসম্পূর্ণ থাকলে বাক্যের শেষে ড্যাশ চিহ্ন হয়। যেমন: বাবা গর্জিয়া উঠিলেন, "বটে রে"-ইত্যাদি।

ঙ. উদ্ধৃতি চিহ্নের পরিবর্তে ড্যাশ চিহ্ন বসে। যেমন: শিক্ষক বলিলেন– এই দিকে আয়।

চ. স্বরকে দীর্ঘ করে দেখানোর জন্য ড্যাশ চিহ্ন হয়। যেমন: ঘু-ম-আ-সে-না দু-চো-খে-আ-মা-র।

৮. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-)

হাইফেন সবসময় দুই বা ততোধিক শব্দের মধ্যে বসে। বাংলা লেখার সময় এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো–

ক. সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন: হাট-বাজার, সাত-পাঁচ।

খ. একই শব্দ পরপর দুবার বসলে তাদের মাঝে হাইফেন বসে। যেমন: চলতে-চলতে কোথায় চলে যায়। যেতে-যেতে হয়রান হয়ে পড়েছি।

গ. দিক বা স্থান বা সময় নির্দেশের ক্ষেত্রে অনেক সময় হাইফেন বসে। যেমন: উত্তর-পশ্চিম কোণে মেঘ জমেছে।

ঘ. কোনো কোনো উপসর্গের পরে হাইফেন বসে। যেমন: অ-তৎসম, কু-অভ্যাস, বে-আক্কেল।

ঙ. সংখ্যা বা পরিমাণগত ব্যবধান বোঝাতে হাইফেন হয়। যেমন: আমাদের দল ৪-০ গোলে জিতেছে।

চ. দপ্তর, প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন- মুক্তিযোদ্ধা-মন্ত্রণালয় যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সনদ বিতরণ করছে।

৯. ইলেক (') বা লোপ চিহ্ন বা উর্ধ্বকমা

ক. শব্দে বর্ণের লোপ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন হয়। যেমন: মাথার' পরে জ্বলছে রবি ('পরে=ওপরে), পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা'রা? (কা'রা = কাহারা) দু'বেলা ভাত জোটে না– রেডিও কিনবো কি দিয়ে?

খ. হাইফেনের বিকল্প চিহ্ন হিসেবে ইলেক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: তোমার মা'র অসুখ সেরেছে কি?

গ. সালের বর্জিত সংখ্যা বোঝাতে ইলেক চিহ্ন বসে। যেমন: ২৬ মার্চ '৭১, ২১ ফেব্রুয়ারি '৫২।

১০. উদ্ধরণ চিহ্ন (" ")

বক্তার বক্তব্য অবিকৃতভাবে তুলে ধরতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের ব্যবহার হয়। এর ব্যবহার ক্ষেত্র-

ক. বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এ চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন: শিক্ষক বললেন, "পৃথিবী গোলাকার"।

খ. কোনো বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এবং গ্রন্থের নামে উদ্ধৃতি চিহ্ন বসে। যেমন: শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী'।

গ. উদ্ধৃতির মধ্যে উদ্ধৃতি থাকলে ভিতরের অংশের শুরুতে ও শেষে একটি উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে হয়। যেমন: "শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির / 'লিখে রেখ এক ফোঁটা দিলেম শিশির'।"

ঘ. বাক্যের মধ্যে বাগধারা অথবা বিশেষার্থক শব্দ ব্যবহার করলে উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে থাকে। যথা- "ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয়দিন ইন্দ্র 'চুরিবিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে।"

১১. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন (), {}, [].

বাক্যের মধ্যে কোনো শব্দের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য অথবা অন্য কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা করার জন্য এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বাক্যে সাধারণত প্রথম ও তৃতীয় বন্ধনীর ব্যবহার হয়।

সাধারণত এই তিনটি চিহ্ন (), {}, [] গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১২. বর্জন চিহ্ন ....

রচনার বিশেষ অংশ বর্জন করা হলে সেখানে বর্জন চিহ্নের প্রয়োগ ঘটে।

ব্যাকরণিক চিহ্ন

বিশেষভাবে ব্যাকরণে নিম্নলিখিত চিহ্নগুলো ব্যবহৃত হয়।

ক. ধাতু বা ক্রিয়ামূল বোঝাতে (√) চিহ্ন : √কৃ+অক = কারক

খ. পরবর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্ন হয়। যেমন: গাঁ < গ্রাম।

গ. পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্ন হয়। যেমন: স্বর্ণ > সোনা।

ঘ. সমানবাচক বা সমস্তবাচক বোঝাতে (=) সমান চিহ্ন হয়। পিতা ও মাতা = পিতামাতা

নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ দেখানো হলো:

১. রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড় মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা তপু বলতো দেখো রাহাত আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান।

উঃ রেণু মাঝে মাঝে আমাদের জন্য ডালমুট ভেজে আনতো বাসা থেকে। গেঁয়ো পথে হাঁটতে হাঁটতে মুড় মুড় করে ডালমুট চিবোতাম আমরা। তপু বলতো, দেখো, রাহাত, আমরা মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান?

২. শকুন্তলা অনুসুয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন অনসূয়া পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন সখি শকুন্তলে বোধ করি তাত কণু আশ্রমপাদদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।

উঃ শকুন্তলা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনসূয়া, পরিহাস করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে! বোধ করি, তাত কণ্ব আশ্রমপাদপদিগকে তোমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন।

৩. সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয় কাব্যের ঝুমঝুমি বিজ্ঞানের চুষিকাঠি দর্শনের বেলুন রাজনীতির রাঙালাঠি ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

উঃ সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক– এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে।

৪. কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম বয়স যাই হোক খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

উঃ কিন্তু মুখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, বয়স যাই হোক, খাটিয়া খাটিয়া আর রাত জাগিয়া জাগিয়া ইহার শরীরে আর কিছু নাই। ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মত। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে।

৫. এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে করবে কে প্রকাশক না ক্রেতা প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত জোগাড় করে সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ দেউলে হবার ভয়ে কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি।

উঃ এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন, কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত জোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ। এক্সপেরিমেন্ট করতে নারাজ– দেউলে হবার ভয়ে। কিন্তু বই কিনে কেউ তো কখনো দেউলে হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. বিরাম চিহ্ন কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সাধারণত কতগুলো বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

২. বাংলা ভাষার বিরাম চিহ্নের ব্যবহারগুলো লিখুন।

৩. নিচের অনুচ্ছেদগুলোতে বিরাম চিহ্নের প্রয়োগ দেখান।

ক. বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে মিথ্যাকে মৃত্যুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া থাকে বৃদ্ধ তাহারাই যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয় বিঘ্ন শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না পারে না যাহারা জীব হইয়াও জড় যাহারা অটল সংস্কারের পাষাণস্তূপ আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে।

খ. বালিকা বলিল হাঁটিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি আমি বলিলাম কিছুমাত্র না কিন্তু তোমার কথা হইবে না না আমি ত রোজই হাঁটিয়া বাড়ি যাই।

গ. দেখ আমি চোর বটে কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি খাইতে পাইলে কে চোর হয় দেখ যাঁহারা বড় বড় সাধু চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন তাঁহারা অনেকে চোর অপেক্ষাও অধার্মিক তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না।

ঘ. মা রাগ করিয়া বাবার কাছে তাঁহার বধূর মূঢ়তা এবং ততোধিক একগুঁয়েমির কথা বলিয়া দিলেন বাবা হৈমকে ডাকিয়া বলিলেন আইবড় মেয়ের বয়স সতেরো এটা কি খুব একটা গৌরবের কথা তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াইতে হবে।

ঙ. সৌদামিনীর স্বামী স্থির করল আরেকটা বিয়ে করাই যুক্তিযুক্ত অন্তত চেষ্টা করে দেখা যাক বংশতো গুম করে দেওয়া চলে না কিন্তু বেচারা বর সাজার অবসর পায় নি হঠাৎ মরে গেল অথচ বিয়ের কথাবার্তা ঠিক তার মৃত্যুটা আজও রহস্য রয়ে গেছে।